হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল

হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

www.BANGLAKITAB.com

অনুবাদ

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদকের আরজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন–দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার–ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকে ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত–পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

WWW.BANGLAKITAB.COM

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।"

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শিরক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় 'উম্মি বি' নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল-আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফূটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিস্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত-আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্‌দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ

WWW.BANGLAKITAB.COM

কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন তৃতীয় জিল্‌দ পড়া হইতেছিল বিধায় তৃতীয় জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের অশেষ তৌফিকে এইবার দ্বিতীয় জিলদের তরজমা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হইতেছে। ইনশাআল্লাহ বাকী জিল্‌দগুলি পরবর্তীতে তরজমা করা হইবে বলিয়া আশা রাখি। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

৫ই রমজান ১৪২৬
১০ই অক্টোবর ২০০৫

বিনীত আরজগুজার
বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়	
জিহাদ	
নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক জিহাদ ও অর্থসম্পদ খরচ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান	২৮
তবুকের যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের জান–মাল খরচের ঘটনা	৩৫
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুশয্যায় হযরত উসামা (রাঃ) (এর বাহিনী)কে প্রেরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার খেলাফত লাভের পর সর্বপ্রথম উক্ত বাহিনী প্রেরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান	৪৭
ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ	৬২
হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক মোরতাদ ও যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এহতেমাম	৬৩
মুহাজির ও আনসাদের সহিত যুদ্ধের পরামর্শ ও খোতবা প্রদান	৬৩
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় লশকর প্রেরণের এহতেমাম ও জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ	৭২
জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৭২
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গী সাহাবাদের প্রতি চিঠি	৭৩
রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ	৭৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর জেহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও এই ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করা	৮৩
পারস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ	৮৫
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর জেহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান	৮৭
হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর জেহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান	৮৮
সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ প্রদান	৮৯
খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান	৯০
হযরত আলী (রাঃ)এর খোত্‌বা	৯১
হাওশাব হিময়ারীর আহবান ও হযরত আলী (রাঃ)এর জবাব	৯৩
হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৯৪
সাহাবা (রাঃ)দের জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার আগ্রহ	৯৬
হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর আগ্রহ	৯৬
হযরত ওমর (রাঃ)এর জেহাদে যাওয়ার আগ্রহ	৯৬
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর জেহাদের আগ্রহ	৯৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর একটি ঘটনা	৯৮
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও পাহারা দেওয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৯৮
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা	৯৯
হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে প্রথম যুগের মুহাজিরীনদের অগ্রাধিকার দান	৯৯
কাওমের সর্দারদের প্রতি হযরত সুহাইল (রাঃ)এর উক্তি	১০১

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত সুহাইল (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া	১০২
হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ)এর জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া	১০২
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর জেহাদের আগ্রহ	১০৪
হযরত বেলাল (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার আগ্রহ	১০৫
হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর জেহাদে না যাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে অসম্মতি	১০৭
হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর ঘটনা	১০৮
হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)এর ঘটনা	১০৯
হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ)এর ঘটনা	১১১
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও খরচ করার সামর্থ্য না থাকায় সাহাবা (রাঃ)দের দুঃখিত হওয়া	১১৩
হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা	১১৪
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে দেরী করাকে অপছন্দ করা	১১৫
রওয়ানা হইতে দেরী করাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর অপছন্দ করা	১১৭
আল্লাহর রাস্তা হইতে পিছনে থাকিয়া যাওয়া ও উহাতে অবহেলা করাতে অসন্তোষ প্রকাশ	১১৮
হযরত কা'ব ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ)এর ঘটনা	১১৮
যে ব্যক্তি জেহাদ ছাড়িয়া ঘরবাড়ী ও কাজ–কারবারে মশগুল হয় তাহার প্রতি ধমক	১৩০
হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা	১৩০
জেহাদ ছাড়িয়া যাহারা খেত–খামারে মশগুল হয় তাহাদের প্রতি ধমক	১৩৩
ফেৎনার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় দ্রুতগতিতে চলা	১৩৪
মুরাইসী যুদ্ধের ঘটনা	১৩৪

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর রাস্তায় চিল্লা পুরা না করার উপর তিরস্কার	১৩৯
আল্লাহর রাস্তায় তিন চিল্লার জন্য যাওয়া	১৩৯
সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় ধুলাবালি সহ্য করার আগ্রহ	১৪১
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর ঘটনা	১৪১
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া খেদমত করা	১৪৩
আল্লাহর রাস্তায় কোরআন তেলাওয়াত ও নামাযে মশগুল ব্যক্তির খেদমত করা	১৪৩
হযরত সাফীনা (রাঃ)এর সাহাবাদের সামানপত্র বহন করা	১৪৪
হযরত আহমার (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	১৪৫
আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখা	১৪৫
ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা (রাঃ)এর রোযা রাখা	১৪৬
আওফ ইবনে আবু হাইয়াহ (রাঃ)এর রোযা রাখা	১৪৭
হযরত আবু আমর আনসারী (রাঃ)এর রোযা রাখা	১৪৭
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া নামায পড়া	১৪৮
বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)এর নামায পড়া	১৪৮
হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় নামায পড়া	১৫০
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় নামায পড়া	১৫২
আল্লাহর রাস্তায় রাত্রে নামায পড়া	১৫৪
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া যিকির করা	১৫৫
মক্কা বিজয়ের রাত্রে সাহাবা (রাঃ)দের যিকির করা	১৫৫
খাইবারের যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের যিকির করা	১৫৫
উঁচা জায়গায় উঠিতে ও নামিতে তকবীর ও তসবীহ পড়া	১৫৬
জেহাদে গমনকারী দুই প্রকার লোক সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর উক্তি	১৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে দোয়ার এহতেমাম করা	১৫৮
নিজ এলাকা হইতে বাহির হওয়ার সময় দোয়া করা	১৫৮
কোন এলাকায় প্রবেশের সময় দোয়া করা	১৬০
যুদ্ধ আরম্ভ করার সময় দোয়া করা	১৬১
বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)এর দোয়া	১৬১
ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দোয়া করা	১৬৩
যুদ্ধের সময় দোয়া করা	১৬৪
বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দোয়া	১৬৪
(যুদ্ধের) রাত্রে দোয়া করা	১৬৫
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দোয়া করা	১৬৫
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া তালীমের এহতেমাম করা	১৬৭
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের তফসীর	১৬৭
সেনাপ্রধানদের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি	১৬৮
সফরে তালীমের জন্য গোলাকার হইয়া বসা	১৬৯
আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া খরচ করা	১৬৯
জেহাদে খরচের সওয়াব	১৭১
আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে নিয়তকে খালেছ করা	১৭২
দুনিয়া ও নামযশের নিয়তে সওয়াব নাই	১৭২
কুযমানের ঘটনা	১৭৩
উসাইরিম (রাঃ)এর ঘটনা	১৭৪
এক গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনা	১৭৬
একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ঘটনা	১৭৭
হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ঘটনা	১৭৮
শহীদগণের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	১৭৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও তাহার মায়ের ঘটনা	১৮১
জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় যাইয়া আমীরের হুকুম মান্য করা	১৮২

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর রাস্তায় ও জেহাদে বাহির হইয়া পরস্পর একত্রিত থাকা	১৮৩
আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া	১৮৪
হযরত আনাস ইবনে আবি মারছাদ (রাঃ)এর পাহারাদারী	১৮৪
অপর এক ব্যক্তির পাহারাদারী	১৮৫
হযরত আবু রাইহানা হযরত আম্মার ও হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর পাহারাদারী	১৮৭
জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া রোগ ব্যাধির কষ্ট সহ্য করা	১৮৮
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ঘটনা	১৮৮
আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বর্শা বা কোন কিছু দ্বারা আহত হওয়া	১৮৯
হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর আহত হওয়া	১৯০
হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর আহত হওয়া	১৯২
হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর আহত হওয়া	১৯৩
হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর আহত হওয়া	১৯৩
হযরত কাতাদাহ ও হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে' (রাঃ)এর চোখে আঘাত লাগা	১৯৪
হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও অপর দুই ব্যক্তির ঘটনা	১৯৪
হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর আহত হওয়া	১৯৫
শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ও উহার জন্য দোয়া করা	১৯৬
নবী করীম (সাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা	১৯৬
হযরত ওমর (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা	১৯৮
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা	১৯৯
হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা	২০০
হযরত হুমামা (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা	২০২
হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা	২০৩
সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ ও কতল হওয়ার আগ্রহ	২০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদরের যুদ্ধ	২০৬
হযরত ওবায়দাহ ইবনে হারেস (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা	২০৬
ওহুদের যুদ্ধ	২০৯
হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার ভাই যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা	২০৯
হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা	২০৯
হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর ঘটনা	২০৯
হযরত সাবেত (রাঃ)এর ঘটনা	২১০
একজন আনসারীর ঘটনা	২১১
হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)এর ঘটনা	২১১
সাতজন আনসারীর ঘটনা	২১৩
হযরত ইয়ামান ও হযরত সাবেত ইবনে ওয়াকশ (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা	২১৫
রাজী' এর যুদ্ধ	২১৬
হযরত আসেম ও হযরত খুবাইব (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের শাহাদাতের ঘটনা	২১৬
শাহাদাতের সময় হযরত খুবাইব (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি	২২৬
বীরে মাউনার যুদ্ধ	২২৯
মূতার যুদ্ধ	২৩৪
হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহে কবিতা আবৃত্তি	২৩৮
হযরত জা'ফর (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি	২৪১
ইয়ামামার যুদ্ধ	২৪২
যুদ্ধের ময়দানে হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর আহবান	২৪৪
যুদ্ধের ময়দানে হযরত আবু আকীল (রাঃ)এর আহবান	২৪৫
হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ	২৪৭

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইয়ারমূকের যুদ্ধ	২৪৮
হযরত ইকরামা (রাঃ)এর শাহাদাত	২৪৮
আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের আগ্রহ সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের বাকি ঘটনাবলী	২৪৯
হযরত আম্মার (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ	২৪৯
হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ	২৫১
হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর ভুল ধারণা	২৫২
সাহাবা (রাঃ)দের বীরত্ব	২৫২
হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর বীরত্ব	২৫২
হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর বীরত্ব	২৫৩
হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর বীরত্ব	২৫৪
আমর ইবনে আব্দে উদ্দ এর কতলের ঘটনা	২৫৫
ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাবকে কতলের ঘটনা	২৫৯
হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর বীরত্ব	২৬৪
হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর বীরত্ব	২৬৬
ওহুদের যুদ্ধে তালহা আবদারীর কতল	২৬৮
নওফল মাখযূমীর কতলের ঘটনা	২৬৯
খন্দক ও ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রাঃ)এর আক্রমণ	২৭০
হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর বীরত্ব	২৭১
একই তীরে তিনজনকে হত্যা করা	২৭২
হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর বীরত্ব	২৭৩
হযরত হামযা (রাঃ)এর বিকৃত লাশ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্রন্দন	২৭৩
হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা	২৭৪
হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর বীরত্ব	২৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত মুআয ইবনে আমর (রাঃ) ও হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাঃ)এর বীরত্ব	২৭৯
হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ্ আনসারী (রাঃ)এর বীরত্ব	২৮২
হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ)এর বীরত্ব	২৮৭
হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাঃ)এর বীরত্ব	২৮৮
হযরত আবু হাদরাদ অথবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ)এর বীরত্ব	২৯৫
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বীরত্ব	২৯৭
হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর বীরত্ব	২৯৮
হযরত আবু মেহজান সাকাফী (রাঃ)এর বীরত্ব	৩০০
হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)এর বীরত্ব	৩০৩
হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব যুবাইদী (রাঃ)এর বীরত্ব	৩০৬
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর বীরত্ব	৩০৮
আল্লাহর রাস্তা হইতে পলায়নকারীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ	৩১৪
আল্লাহর রাস্তা হইতে পলায়নের পর লজ্জিত ও ভীত হওয়া	৩১৫
আবি ওবায়েদের যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারদের পলায়নপর ভীত হওয়া ও হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সান্ত্বনাবাণী	৩১৬
হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা	৩১৮
আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীকে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া এবং সাহায্য করা	৩১৮
একজন আনসারীর অপর একজনকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করা	৩১৯
অপর একটি ঘটনা	৩১৯
আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীর সাহায্য করার প্রতি উৎসাহ প্রদান	৩২০
একজন আনসারীর ঘটনা	৩২০
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জেহাদে যাওয়া	৩২১

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
অপর এক ব্যক্তির ঘটনা	৩২২
অন্যের মাল দ্বারা জেহাদে গমনকারী	৩২৩
জেহাদে নিজের পরিবর্তে অন্যকে প্রেরণ করা	৩২৩
আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য সওয়াল করাকে অপছন্দ করা	৩২৪
আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য ঋণ করা	৩২৪
আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদকে বিদায় জানানো ও তাহার সঙ্গে কিছুদূর হাঁটা	৩২৫
হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)এর জামাতকে বিদায় জানানো	৩২৬
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর জামাত বিদায় করা	৩২৭
জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসা গাজীদেরকে আগাইয়া আনা	৩২৮
রমযান শরীফে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া	৩২৮
আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা	৩৩০
জেহাদ হইতে ফিরিয়া নামায পড়া ও খানা খাওয়ানো	৩৩০
মহিলাদের আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া	৩৩১
এক মহিলার আল্লাহর রাস্তায় গমন করা	৩৪২
অপর এক মহিলার আল্লাহর রাস্তায় গমন করা	৩৪৩
হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় গমন করা	৩৪৪
আল্লাহর রাস্তায় মহিলাদের খেদমত করা	৩৪৫
খেদমতের জন্য মহিলাদের খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৩৪৭
আল্লাহর রাস্তায় মহিলাদের যুদ্ধ করা	৩৪৮
ওহুদের যুদ্ধে হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর যুদ্ধ করা	৩৫০
হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর খঞ্জর লওয়া	৩৫১
ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত আসমা (রাঃ)এর নয়জন মুশরিককে কতল করা	৩৫২
মহিলাদের জেহাদে গমন করাকে অপছন্দ করা	৩৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বামীর আনুগত্য ও তাহার হক স্বীকার করা জেহাদ সমতুল্য	৩৫৩
শিশুদের আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও যুদ্ধ করা	৩৫৪
ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর কান্নাকাটি করা	৩৫৫
হযরত ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর শাহাদাত	৩৫৫

সপ্তম অধ্যায়

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খোতবা	৩৫৮
পরস্পর বিরোধ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৩৫৮
পরস্পর বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সতর্কীকরণ	৩৫৮
পরস্পর বিরোধ সম্পর্কে হযরত আবু যার (রাঃ)এর উক্তি	৩৬০
পরস্পর বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি	৩৬১
হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৩৬১
বিদআত, একতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৩৬২
সাহাবা (রাঃ)দের হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর খেলাফতের উপর একমত হওয়া	৩৬২
হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা	৩৬৬
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীস	৩৭৬
ইবনে সীরীন (রহঃ)এর হাদীস	৩৭৯
খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবা (রাঃ)দের হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রগণ্য মনে করা ও তাহার খেলাফতের উপর সন্তুষ্ট হওয়া এবং যাহারা এই ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা	৩৮০
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত সম্পর্কে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর উক্তি	৩৮০

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ওসমান (রাঃ)এর উক্তি	৩৮১
হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)এর উক্তি	৩৮১
হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৩৮২
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর ঘটনা	৩৮৪
হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘটনা	৩৮৫
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একা জেহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া এবং হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৩৮৭
খেলাফতের দায়িত্ব লোকদেরকে ফেরৎ দেওয়া	৩৮৭
দ্বীনী স্বার্থে খেলাফত কবুল করা	৩৯০
খেলাফত গ্রহণ করার পর চিন্তাযুক্ত হওয়া	৩৯১
আমীরের জন্য তাহার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করা	৩৯২
সাহাবাদের সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরামর্শ	৩৯২
হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করার উপর লোকদের আপত্তি ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উত্তর	৩৯৩
খেলাফতের বিষয়কে খেলাফতের বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শের উপর ন্যস্ত করা	৪০০
হযরত ওমর (রাঃ)এর ঋণ ও দাফন ও ছয়জনকে খলীফা নিযুক্তকরণ	৪০৫
কেমন ব্যক্তি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? (অর্থাৎ খলীফার গুণাবলী কি হইবে?)	৪১০
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খোতবা	৪১০
হযরত ওমর (রাঃ)এর দৃষ্টিতে খলীফার গুণাবলী	৪১১
খলীফার নরম ও শক্ত আচরণ করা	৪১৬
যাহাদের চলাচল দ্বারা উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে পারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা	৪২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
আহলে রায় অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা	৪২২
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করা	৪২২
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর হাদীস	৪২৫
মদীনার ফল ফলাদি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)এর পরামর্শ করা	৪২৮
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আহলে রায় অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা	৪৩১
জায়গীর হিসাবে জমিন দেওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	৪৩২
বাহরাইনের কর সম্পর্কিত ঘটনা	৪৩৩
হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সাহাবাদেরকে জেহাদে পরামর্শ করার নির্দেশ	৪৩৪
হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর আহলে রায় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা	৪৩৫
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সহিত পরামর্শ করা	৪৩৬
পরামর্শ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা	৪৩৭
হযরত সা'দ (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র	৪৪০
আমীর নিযুক্ত করা	৪৪১
ইসলামে সর্বপ্রথম আমীর	৪৪১
দশজনের উপর আমীর নিযুক্ত করা	৪৪৩
সফরে আমীর নিযুক্ত করা	৪৪৩
আমীর হওয়ার দায়িত্বভার কে বহন করিতে পারে?	৪৪৩
বদরী সাহাবাদেরকে আমীর বানাইতে অপছন্দ করা	৪৪৫
আমীর বানানো ও আমীরের গুণাবলী সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র	৪৪৫

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমীর হওয়ার পর কে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে?	৪৪৭
আমীর হইতে অস্বীকার করা	৪৪৮
আমীর হওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত	৪৫০
হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত রাফে' (রাঃ)এর ঘটনা	৪৫১
সাহাবা (রাঃ)দের আমীর হওয়ার পরিবর্তে জেহাদে যাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া	৪৫৪
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবান (রাঃ)এর ঘটনা	৪৫৪
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা	৪৫৬
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর লোকদের কাজী বা বিচারক হইতে অস্বীকার করা	৪৫৬
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)এর ঘটনা	৪৫৮
হযরত ইমরান (রাঃ)এর আমীর হইতে অস্বীকার করা	৪৫৯
খলীফা ও আমীরদের সম্মান করা এবং তাহাদের আদেশ পালন করা	৪৬১
হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ)এর ঘটনা	৪৬১
হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) ও হযরত খালেদ (রাঃ)এর ঘটনা	৪৬৪
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর ঘটনা	৪৬৬
হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর ঘটনা	৪৬৬
আমীরের সম্মান সম্পর্কে হযরত ইয়ায (রাঃ)এর হাদীস	৪৬৭
আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্পর্কে হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি	৪৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বকরা (রাঃ)এর হাদীস	৪৬৮
একমাত্র সৎকাজেই আমীরকে মান্য করিতে হইবে	৪৬৯
আমীরের সম্মান সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর হাদীস	৪৬৯
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আবু যার (রাঃ)কে নসীহত	৪৭০
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলকামা (রাঃ)এর ঘটনা	৪৭৩
একজন কুষ্ঠরোগী মহিলার ঘটনা	৪৭৪
আমীরকে অমান্য করার পরিণতি	৪৭৫
আমীরদের পরস্পর একে অপরকে মান্য করা	৪৭৫
প্রজাদের উপর আমীরের হক	৪৭৮
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৪৭৮
আমীরদেরকে গালমন্দ করিতে নিষেধ করা	৪৭৯
আমীরের সামনে জবানের হেফাজত করা	৪৭৯
আমীরের নিকট হাসিতামাশা না করা	৪৮০
হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি	৪৮১
হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিজ পুত্রকে নসীহত	৪৮১
আমীরের সম্মুখে হক কথা বলা এবং আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোন আদেশ করিলে তাহা মানিতে অস্বীকার করা	৪৮২
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উবাই (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮২
হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ)এর উক্তি	৪৮৩
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮৪
হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর উক্তি	৪৮৫
হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ও হযরত খালেদ (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮৬
হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮৭

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮৮
আমীরের উপর প্রজাদের হক	৪৮৯
আমীরদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর খোঁজ–খবর লওয়া	৪৮৯
শাসনকর্তাদের উপর হযরত ওমর (রাঃ)এর শর্তারোপ	৪৮৯
আমীরের কর্তব্য সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৪৯১
হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি	৪৯১
সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা আমীরের জীবনমান উন্নত করা ও দারোয়ান নিযুক্ত করিয়া প্রয়োজনে আগত লোকদের হইতে নিজেকে আড়াল করার উপর অসন্তোষ প্রকাশ	৪৯২
হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর এক চিঠি	৪৯২
ওকবা ইবনে ফারকাদ (রাঃ)এর নামে হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি	৪৯৩
হেমসের আমীরকে শাস্তি প্রদান	৪৯৩
হযরত সা'দ (রাঃ)কে শাস্তি প্রদান	৪৯৪
হযরত ওমর (রাঃ) ও কতিপয় সাহাবা (রাঃ)এর ঘটনা	৪৯৬
প্রজাদের খোঁজখবর লওয়া	৫০১
বাহ্যিক আমলের উপর বিচার করা	৫০২
আমীরের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা	৫০৩
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৫০৩
পালাক্রমে লশকর প্রেরণ করা	৫০৩
সাধারণ মুসলমানদের উপর আপতিত বিপদ আপদে আমীরের পক্ষ হইতে তাহাদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা	৫০৪
আমীরের দয়াবান হওয়া	৫০৬
হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা	৫০৬
হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর একটি ঘটনা	৫০৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের ইনসাফ করা	৫০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর হাদীস	৫০৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) ও এক ইহুদীর ঘটনা	৫১১
দুইজন আনসারী সাহাবীর ঘটনা	৫১২
এক বেদুঈন আরবের ঘটনা	৫১৩
অপর একটি ঘটনা	৫১৪
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর ইনসাফ করা	৫১৫
হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর ইনসাফ করা	৫১৬
হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	৫১৭
হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু সিরওয়া (রাঃ)এর ঘটনা	৫২০
একজন মহিলার ঘটনা	৫২১
হজ্জের মৌসুমে হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের ঘটনা	৫২৩
হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও এক মিসরীর ঘটনা	৫২৪
হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব	৫২৫
হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও এক ব্যক্তির ঘটনা	৫২৭
ফিরোয দাইলামী (রাঃ)এর ঘটনা	৫২৮
হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের অপর একটি ঘটনা	৫৩০
হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফ	৫৩১
হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)এর ঘটনা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফ	৫৩২
হযরত বুকাইর ইবনে সাদ্দাখ (রাঃ) ও এক ইহুদীর ঘটনা	৫৩৪
হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর নামে হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি	৫৩৬

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
একজন সেনাপতির প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি	৫৩৬
হযরত ওমর (রাঃ) ও হুরমুযানের ঘটনা	৫৩৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের অপর একটি ঘটনা	৫৩৮
অপর এক জিম্মির ঘটনা	৫৩৯
হযরত ওমর (রাঃ)এর একজন মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যে ফয়সালা	৫৪০
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সালামা (রাঃ)এর ঘটনা	৫৪০
হযরত ওসমান যিন্‌নূরাইন (রাঃ)এর ইনসাফ	৫৪১
একটি পাখির ব্যাপারে ইনসাফ	৫৪১
হযরত আলী (রাঃ)এর ইনসাফ	৫৪২
অপর একটি ঘটনা	৫৪২
হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত জা'দাহ (রাঃ)এর ঘটনা	৫৪৩
অপর একটি ঘটনা	৫৪৩
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাঃ)এর ইনসাফ	৫৪৪
হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর ইনসাফ	৫৪৫
খলীফাদের আল্লাহকে ভয় করা	৫৪৬
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আল্লাহকে ভয় করা	৫৪৬
হযরত ওমর (রাঃ)এর আল্লাহকে ভয় করা	৫৪৭
হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর ঘটনা	৫৪৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় আল্লাহকে ভয় করা	৫৪৮
আমীর কি কাহারো তিরস্কারের ভয় করিবে?	৫৫০
খলীফাদের অপরাপর খলীফা ও আমীরদের প্রতি অসিয়ত	৫৫১
হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত	৫৫১
ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত	৫৫২
হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত	৫৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি	৫৫৭
হযরত আমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত খালেদ (রাঃ)এর চিঠি	৫৫৭
হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট অপর একটি চিঠি	৫৫৮
হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর অসিয়ত	৫৫৮
হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে অসিয়ত	৫৫৯
হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক তাহার পরবর্তী খলীফাকে অসিয়ত	৫৬২
হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত	৫৬৩
হযরত সা'দ ইবনে ওক্কাস (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত	৫৬৪
হযরত ওতবা ইবনে গাযাওয়ান (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত	৫৬৭
হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত	৫৬৮
হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে অসিয়ত	৫৭০
হযরত ওসমান যিন্‌নূরাঈন (রাঃ)এর অসিয়ত	৫৭১
শাহাদাতবরণের দিন হযরত ওসমান (রাঃ)এর অসিয়ত	৫৭২
উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমানের হাদীস	৫৭৪
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর হাদীস	৫৭৬
হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিজ আমীরদের প্রতি অসিয়ত	৫৭৬
অপর এক আমীরকে লেখা চিঠি	৫৭৮
উকবারার আমীরকে অসিয়ত	৫৭৮
প্রজাদের আপন ইমাম (বা আমীর)কে নসীহত করা	৫৭৯
উক্ত বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রহঃ)এর হাদীস	৫৮০
হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)এর চিঠি	৫৮৩

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নসীহত	৫৮৫
খলীফা ও আমীরদের জীবন চরিত	৫৮৭
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জীবন চরিত	৫৮৭
হযরত ওমায়ের ইবনে সা'দ আনসারী (রাঃ)এর ঘটনা	৫৯১
হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমাহী (রাঃ)এর ঘটনা	৫৯৭
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)এর ঘটনা	৬০০

॥ ॥ ॥ ॥ ॥

www.BANGLAKITAB.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিহাদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কিভাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিতেন! স্বল্প বা অধিক সরঞ্জামে, ইচ্ছায়–অনিচ্ছায়––সর্বাবস্থায় তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বাহির হইতেন এবং সচ্ছলতায়–অসচ্ছলতায়, শীত ও গ্রীষ্মে—সর্বকালে তাহারা উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক জিহাদ ও অর্থসম্পদ খরচ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা (সিরিয়া হইতে মালামাল লইয়া) আসিতেছে। তোমরা কি চাও যে, আমরা এই কাফেলার সহিত মুকাবিলার জন্য (মদীনা হইতে) বাহির হই? হয়ত আল্লাহ তাআলা এই কাফেলার সমস্ত মালামাল আমাদিগকে গনীমত স্বরূপ দিয়া দিবেন। আমরা বলিলাম, জ্বি হাঁ (আমরা প্রস্তুত আছি)। অতএব তিনি বাহির হইলেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম। আমরা একদিন অথবা দুই দিনের পথ চলিবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোরাইশগণ তোমাদের বাহির হওয়ার সংবাদ পাইয়াছে (এবং তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।) এখন কোরাইশদের সহিত মুকাবিলার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি?

আমরা বলিলাম, না, আল্লাহর কসম, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা তো ব্যবসায়ী কাফেলা ধরিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরাইশদের সহিত মুকাবিলার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? আমরা পূর্বের ন্যায় একই উত্তর দিলাম। অতঃপর হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই পরিস্থিতিতে এরূপ বলিব না যেরূপ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাওম তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, 'আপনি ও আপনার রবই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসিলাম।'

হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, (হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর এই ঈমানী জবাব শুনিয়া) আমরা আনসারগণ আফসোস করিলাম যে, হায় আমরাও যদি হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর ন্যায় এরূপ উত্তর দিতাম তবে

তাহা আমাদের জন্য বহু মালদৌলত পাওয়া অপেক্ষা প্রিয় হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল করিলেন—

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ .

অর্থ ঃ যেরূপে আপনার রব আপনাকে আপনার গৃহ হইতে (বদরের দিকে) ন্যায় ও সৎকাজের জন্য বাহির করিয়াছেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (ইহাতে) সম্মত ছিল না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাহার রায় পেশ করিলেন। তিনি পুনরায় সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহার রায় পেশ করিলেন। তিনি পুনরায় সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিলে একজন আনসারী সাহাবী বলিলেন, হে আনসারগণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের রায় জানিতে চাহিতেছেন। অতএব অপর এক আনসারী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই পরিস্থিতিতে আমরা আপনাকে এরূপ বলিব না যেরূপ বনি ইসরাঈল হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল যে, 'আপনি ও আপনার রব্বই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসিলাম।' বরং আমরা বলিব, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি (ইয়ামান দেশীয়) 'বারকুল গিমাদ' স্থান পর্যন্ত (দীর্ঘ) সফর করেন তবে আমরাও আপনার সহিত সফর করিব। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সিরিয়া হইতে আবু সুফিয়ানের (তেজারতী কাফেলার) আগমন সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) রায় পেশ করিলে তিনি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরায়া

WWW.BANGLAKITAB.COM

লইলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) রায় পেশ করিলেন। তিনি তাহার দিক হইতেও মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অতঃপর হযতর সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হইতেই রায় চাহিতেছেন। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদের সওয়ারীগুলি সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করাইতে আদেশ করেন তবে আমরা তাহাই করিব। আর যদি (ইয়ামানের) সুদূর বারকুল গিমাদ পর্যন্ত সওয়ারী হাঁকাইতে বলেন তবে আমরা তাহা করিতেও প্রস্তুত আছি। হযরত সা'দ (রাঃ)এর বক্তব্যে (আনন্দিত হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে (উক্ত কাফেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার) হুকুম দিলেন।

(বিদায়াহ)

হযরত আলকামা ইবনে ওক্কাস লাইসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিবার পর তিনি (মক্কার সশস্ত্র কাফের বাহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া) সাহাবা (রাঃ)দের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমাদের মতামত কি? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, কাফেরগণ বহু অস্ত্র-শস্ত্র সহ বিরাট বাহিনী লইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় লোকদের রায় জানিতে চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় একই মতামত ব্যক্ত করিলেন। তিনি পুনরায় লোকদের মতামত জানিতে চাহিলেন। এইবার হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের মতামত জানিতে চাহিতেছেন? তবে সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আপনার উপর (পবিত্র) কিতাব (কোরআন) নাযিল করিয়াছেন, আমি এই পথে কখনও চলাচল করি নাই এবং এই পথ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই, তথাপি যদি আপনি ইয়ামানের বারকুল গিমাদ পর্যন্ত যাইতে উদ্যত হন তবে আমরাও আপনার সহিত যাইব। আমরা সেই

সকল লোকদের ন্যায় হইব না, যাহারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল, 'আপনি ও আপনার রব্বই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসিলাম।' বরং আমরা বলিব, 'আপনি ও আপনার রব্ব যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের অনুসরণ করিব।' হয়ত আপনি (আবু সুফিয়ানের কাফেলা ধরিবার) এক উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এখন আপনার দ্বারা অন্য কোন কাজ (অর্থাৎ কাফেরদের সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধ) করাইতে চাহিতেছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালা এখন যাহা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন আপনি সে বিষয়ে ভাবিয়া দেখুন এবং অগ্রসর হউন। (আমাদের ব্যাপারে আপনার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে।) সুতরাং আপনি যাহার সহিত ইচ্ছা হয় সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং যাহার সহিত ইচ্ছা হয় ছিন্ন করুন, যাহার সহিত ইচ্ছা হয় শত্রুতা করুন এবং যাহার সহিত ইচ্ছা হয় সন্ধি করুন। আমাদের অর্থসম্পদ হইতে যত ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কথার উপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল হইল—

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ .... الايات

অর্থ ঃ 'যেরূপ আপনার রব্ব আপনাকে আপনার ঘর হইতে (বদরের দিকে) ন্যায় ও সৎকাজের জন্য বাহির করিলেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল ইহাতে সম্মত ছিল না। তাহারা আপনার সহিত বিবাদ করিতেছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে তাহা প্রকাশিত হইবার পর, যেন কেহ তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে। আর তোমরা সেই বিষয়টিকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সেই দুইটি দলের মধ্য হইতে একটির প্রতি প্রতিশ্রুতি দিতেছিলেন যে, উহা তোমাদের হস্তগত হইবে, আর তোমরা এই কামনা করিতেছিলে, যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

পড়ে। আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, আপন কালামের মাধ্যমে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন এবং সেই কাফেরদের মূল কর্তন করিয়া দেন, যেন সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণিত করিয়া দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।'

উমাবী তাঁহার মাগাযী গ্রন্থে উপরোক্ত বক্তব্যের পর হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমাদের ধনসম্পদ হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় আপনি গ্রহণ করুন এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় আমাদিগকে প্রদান করুন। আপনি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিবেন তাহা অপেক্ষা যাহা গ্রহণ করিবেন উহাই আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে। আর আপনি যে কোন আদেশ করিবেন, আমাদের সর্ববিষয় উহার অধীন থাকিবে। অতএব আল্লাহর কসম, যদি আপনি সফর করিতে করিতে গুমদানের বারক (নামক স্থান) পর্যন্ত পৌঁছেন তবে আমরাও আপনার সহিত সেখান পর্যন্ত সফর করিব।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় হযরত সা'দ (রাঃ)এর বক্তব্য এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, মনে হইতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের রায় জানিতে চাহিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি, আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছি যে, আপনি যাহাকিছু লইয়া আসিয়াছেন উহাই সত্য। আমরা এই ব্যাপারে শুনিব ও মানিব বলিয়া আপনার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমরা আপনার সহিত আছি। সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রের পারে লইয়া যান এবং উহাতে ঢুকিয়া পড়েন তবে আমরাও আপনার সহিত উহাতে ঢুকিয়া পড়িব। আমাদের এক ব্যক্তিও পিছনে থাকিবে না। আগামীকাল যদি আপনি আমাদিগকে লইয়া আমাদের দুশমনের সহিত যুদ্ধ করেন তবে

আমরা তাহা একেবারেই অপছন্দ করিব না। যুদ্ধের সময় আমরা অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়া থাকি এবং দুশমনের মোকাবিলায় আমরা খাঁটি যোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের দ্বারা এমন কাজ করাইয়া দেখাইবেন যাহাতে আপনার চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন, আপনি চলুন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ)এর কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার মন সতেজ হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, চল এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তায়ালা আমার সহিত (আবু সুফিয়ানের কাফেলা ও কোরাইশ বাহিনী, এই) দুই দলের মধ্য হইতে যে কোন একটির ওয়াদা করিয়াছেন। আল্লাহর কসম, আমি যেন এখনই কাফেরদের ধরাশায়ী হইবার স্থানগুলি দেখিতে পাইতেছি। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বাছবাছ (রাঃ)কে আবু সুফিয়ানের কাফেলার গতিবিধি সম্পর্কে জানিবার জন্য গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করিলেন। হযরত বাছবাছ (রাঃ) যখন সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন ঘরের ভিতর আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কাহারো ঘরে উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। হযরত বাছবাছ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেলার ব্যাপারে সংগৃহীত সংবাদ জানাইলেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, আমরা একটি কাফেলার সন্ধানে চলিয়াছি। অতএব যাহার সাওয়ারী বা বাহন উপস্থিত আছে সেও আমাদের সহিত নিজ সাওয়ারীতে আরোহন করুক। কেহ কেহ আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিতে লাগিল যে, আমাদের সাওয়ারী মদীনার উঁচু এলাকায় রহিয়াছে আমরা

www.BANGLAKITAB.com

উহা লইয়া আসি। কিন্তু তিনি বলিলেন, না, না, যাহার সাওয়ারী উপস্থিত আছে কেবল সেই আমাদের সহিত চলিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) রওয়ানা হইয়া মুশরিকদের পূর্বেই বদর প্রান্তরে পৌঁছিয়া গেলেন। তারপর মুশরিকগণ পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, আমার পূর্বে কেহ কোন কাজ আরম্ভ করিবে না। মুশরিকগণ নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রস্তুত হও এবং এমন বেহেশতের দিকে অগ্রসর হও যাহার প্রশস্ততা সমস্ত আসমান ও যমীন সমতুল্য। হযরত ওমায়ের ইবনে হুমাম আনসারী (রাঃ) (শুনিয়া) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সমস্ত আসমান ও যমীন সমতুল্য বেহেশত! তিনি বলিলেন, হাঁ।

হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, বাহ্ বাহ্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন বাহ্ বাহ্ বলিলে? হযরত ওমায়ের বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, একমাত্র এই বেহেশতবাসী হওয়ার আশায় আমি এরূপ বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তুমি বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি আপন থলি হইতে কয়েকটি খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন। একটু খাইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে ত তাহা এক দীর্ঘ জীবন। সুতরাং হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। (বিদায়াহ)

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, (মক্কার কাফেরদের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিকট আসিলেন এবং তাহাদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি ধৈর্য

ধারণ করিয়া আল্লাহর নিকট হইতে সওয়াবের আশায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া অগ্রসর হইবে এবং শাহাদাত বরণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। বনু সালামা গোত্রের হযরত ওমায়ের ইবনে হুমাম (রাঃ)এর হাতে কিছু খেজুর ছিল। তিনি উহা খাইতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, বাহ্ বাহ্! আমার ও বেহেশতে প্রবেশের মধ্যে এই বাধা যে, এই সকল কাফেরগণ আমাকে কতল করিয়া দিবে! এই বলিয়া তিনি হাতের খেজুরগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তলোয়ার লইয়া কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শাহাদত বরণ করিলেন।

ইবনে জারীর তাহার রেওয়ায়াতে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ওমায়ের (রাঃ) কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

رَكْضًا اِلَى اللّٰهِ بِغَيْرِ زَادٍ - اِلَّا التُّقٰى وَعَمَلَ الْمَعَادِ

وَالصَّبْرَ فِى اللّٰهِ عَلَى الْجِهَادِ - وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ

غَيْرَ التُّقٰى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ

অর্থ ঃ বাহ্যিক কোন পাথেয় না লইয়াই আমি আল্লাহর দিকে দৌড়াইতেছি। অবশ্য তাকওয়া ও আখেরাতের আমল এবং জিহাদে আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধারণের পাথেয় আমার সঙ্গে রহিয়াছে। তাকওয়া, নেক আমল ও হেদায়াতের পাথেয় ব্যতীত সকল পাথেয় অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে। (বিদায়াহ)

তবুকের যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের জান-মাল খরচের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার ছয় মাস পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়াছি। তারপর আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তবুকের যুদ্ধের হুকুম দিলেন। ইহাই সেই যুদ্ধ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে 'সাআতুল উসরাহ' (সংকট মুহূর্ত) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই যুদ্ধ প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে সংঘটিত হইয়াছিল। মোনাফিকদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং আসহাফে সুফফার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। (মসজিদে নববীর সম্মুখে) একটি ছাপরার নীচে গরীব মিসকীন সাহাবীগণ সমবেত থাকিতেন। উহারই নাম সুফফা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাধারণ মুসলমানদের সদকা তাহাদিগকে দেওয়া হইত।

কোন যুদ্ধে যাওয়ার সময় হইলে মুসলমানগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী আহলে সুফফাদের মধ্য হইতে একজন অথবা একের অধিককে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং সফরে তাহাদের ভালভাবে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জামও দিতেন। আহলে সুফফাগণ অন্যান্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে শরীক হইতেন এবং মুসলমানগণও সাওয়াবের আশায় তাহাদের উপর খরচ করিতেন। (তবুকের যুদ্ধের সময়ও যথারীতি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সাওয়াবের নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য বলিলে তাহারা সওয়াবের আশায় প্রাণ খুলিয়া খুব খরচ করিলেন। সেই সময় এমন কিছু (মুনাফিক) লোকেরাও খরচ করিল যাহাদের সাওয়াবের নিয়ত ছিল না, বরং লোক দেখানো এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এইভাবে অনেক গরীব মুসলমানদের সাওয়ারীর ব্যবস্থা হইয়া গেল। তারপরও অনেক এমনও রহিয়া গেলেন যাহাদের সাওয়ারী জুটিল না। সেদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সর্বাপেক্ষা বেশী মাল খরচ করিলেন। তিনি দুইশত উকিয়া রূপা অর্থাৎ আট হাজার দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য দিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একশত উকিয়া অর্থাৎ চার হাজার দেরহাম দিলেন। হযরত আসেম আনসারী (রাঃ) নব্বই ওসাক (অর্থাৎ প্রায় পৌণে পাঁচ মণ) খেজুর

দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মনে হয় হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এত বেশী খরচ করার দ্বারা গুনাহগার হইয়াছেন। কারণ তিনি নিজ পরিবারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার পরিবারের জন্য কিছু রাখিয়াছ? তিনি উত্তরে বলিলেন, জ্বি হাঁ, যে পরিমাণ আনিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক ও উত্তম (তাহাদের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন কত? তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যে রিযিক ও কল্যাণের ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা রাখিয়া আসিয়াছি।

হযরত আবু আকীল (রাঃ) নামক একজন আনসারী সাহাবী এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর আনিয়া দিলেন। মুনাফিকগণ যখন মুসলমানদিগকে এরূপ খরচ করিতে দেখিল তখন তাহারা পরস্পর চোখ টিপিয়া ইশারা করিতে লাগিল। যদি কেহ বেশী পরিমাণে আনিত তবে তাহারা চোখ টিপিয়া বলিত, এই ব্যক্তি রিয়াকার (অর্থাৎ লোক দেখাইবার জন্য বেশী করিয়া আনিয়াছে)। আর যদি কেহ নিজ সামর্থ্যানুসারে অল্প পরিমাণ খেজুর আনিত তবে তাহারা বলিত, এই ব্যক্তি যাহা আনিয়াছে সে নিজেই উহার অধিক মুখাপেক্ষী। সুতরাং হযরত আবু আকীল (রাঃ) এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর আনিয়া বলিলেন, আমি দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে আজ সারারাত্র পানি টানিয়াছি। আল্লাহর কসম, এই দুই সা' (খেজুর) ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই ছিল না। তিনি নিজের ওজরের কথাও বর্ণনা করিতেছিলেন এবং (বেশী খরচ করিতে না পারার দরুন) লজ্জিত হইতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আমি সেই দুই সা' হইতে এক সা' এখানে আনিয়াছি এবং অপর এক সা' পরিবারের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি। মুনাফিকগণ বলিল, এই এক সা' তো অন্যের অপেক্ষা এই ব্যক্তির নিজেরই অধিক প্রয়োজন। মুনাফিকগণ এইভাবে চোখ টিপাটিপি করিতেছিল এবং এরূপ কথাবার্তা বলিতেছিল। তদুপরি

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদের ধনী গরীব সকলেই এই অপেক্ষায় ছিল যে, এই সকল সদকা ও দানের মাল হইতে তাহারাও যদি কিছু পায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিলে মুনাফিকগণ (বিভিন্ন অজুহাত দেখাইয়া মদীনায় অবস্থানের জন্য) অধিক পরিমাণে অনুমতি চাহিতে লাগিল এবং তাহারা প্রচণ্ড গরমেরও অভিযোগ করিল। তাহারা ইহাও বলিল যে, আমরা যদি এই যুদ্ধে যাই তবে ফেতনায় পড়িয়া যাইব এবং তাহারা নিজেদের মিথ্যা অজুহাতের উপর আল্লাহর নামে কসম খাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে অনুমতি দিতে থাকিলেন। তিনি তো তাহাদের মনের কথা জানিতেন না।

মুনাফিকদের একদল মসজিদে নেফাক তৈয়ার করিল। সেখানে বসিয়া তাহারা ফাসিক আবু আমের, কেনানা ইবনে আবদে ইয়ালীল ও আলকামা ইবনে উলাসা আমেরীর অপেক্ষা করিতেছিল। আবু আমের (রোমের বাদশাহ) হেরাকলের দলভুক্ত হইয়া তাহার নিকট অবস্থান করিতেছিল। (সে হেরাকলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল এবং এই মসজিদে নেফাক মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য তৈয়ার করিয়াছিল।)

এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কিছু কিছু করিয়া 'সূরা বারাআত' নাযিল হইতেছিল। অবশেষে উহাতে এমন এক আয়াত নাযিল হইল যাহাতে কাহারো জন্য জিহাদ হইতে পিছনে থাকার কোন অবকাশ রহিল না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন এই আয়াত—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

অর্থ ঃ তোমরা হালকা বা ভারী হও (অর্থাৎ স্বল্প সরঞ্জামের সহিত হউক বা প্রচুর সরঞ্জামের সহিত হউক) সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হও।

নাযিল হইল তখন কিছু সংখ্যক দুর্বল, অসুস্থ প্রকৃত ঈমানদার ও গরীব মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই আদেশের পর তো জিহাদে না যাওয়ার আর কোন অবকাশ নাই।

মুনাফিকদের অনেক পাপের কথা যাহা এ যাবৎ গোপন ছিল তাহা পরবর্তীতে (এই সূরার মাধ্যমে) ফাঁস হইয়া যায়। অনেক মুনাফিক এই জিহাদে অংশগ্রহণ করে নাই। তাহাদের না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছিল, আর না কোনরূপ অসুস্থতা ছিল। সূরা বারাআত বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হইতেছিল এবং তাঁহার সঙ্গে সফরকারীদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছিল। এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুকে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি হযরত আলকামা ইবনে মুজাযযিয মুদলিজী (রাঃ)কে ফিলিস্তীনের দিকে ও হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে দুমাতুল জান্দালের দিকে প্রেরণ করিলেন। তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। হয়ত (দুমাতুল জান্দালের) বাদশাহকে তুমি বাহিরে শিকারে মশগুল পাইবে। তাহাকে সেখানেই গ্রেফতার করিবে। হযরত খালেদ (রাঃ) সেইভাবেই পাইলেন এবং তাহাকে গ্রেফতার করিলেন।

অপরদিকে মুনাফিকগণ মদীনায় মুসলমানদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের গুজব রটাইয়া লোকদেরকে অস্থির ও পেরেশান করিতেছিল। মুসলমানগণ কোন কষ্ট বা মুসীবতের সম্মুখীন হইয়াছে এরূপ খবর আসিলে মুনাফিকগণ একে অপরকে সুসংবাদ দান করিত এবং আনন্দিত হইত। আর বলিত আমরা তো আগেই জানিতাম (যে, এই সফরে বড় কষ্ট হইবে)। এই কারণেই আমরা এই সফরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আর যখন মুসলমানদের ভাল ও নিরাপদ থাকার সংবাদ আসিত তখন তাহারা দুঃখিত ও বিষন্ন হইত। মুসলমানদের ব্যাপারে মুনাফিকদের মনের কালিমা সম্পর্কে মদীনায় অবস্থানরত তাহাদের সকল

www.BANGLAKITAB.com

শত্রুগণ খুব ভালভাবেই অবগত হইয়াছিল। গ্রাম ও শহরের সকল মুনাফিকই কোন না কোন গোপন দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। অবশেষে সেই সকল দুষ্কর্মের খবর প্রকাশ হইয়া গেল। অসুস্থ ও অক্ষম মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই এই আশা করিতেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা হয়ত আপন কিতাবে (তাহাদের জন্য মদীনায় অবস্থানের) অবকাশ প্রদান করতঃ কোন আয়াত নাযিল করিবেন।

সূরা বারাআত অল্প অল্প করিয়া নাযিল হইতেছিল। (উহাতে এমন এমন বিষয় নাযিল হইতেছিল যাহাতে) লোকেরা ঈমানদারদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধারণা করিতে লাগিল এবং মুসলমানরাও এই ব্যাপারে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন যে, তওবা সংক্রান্ত ছোটবড় সকল গুনাহের ব্যাপারে হয়ত কোন না কোন শাস্তির কথা নাযিল হইবে। এমনিভাবে সম্পূর্ণ সূরা বারাআত নাযিল হইল এবং উহাতে (মুসলমান ও মুনাফিক) প্রত্যেক আমলকারীর অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হইল যে, কে হেদায়াতের উপর আছে এবং কে গোমরাহীর উপর রহিয়াছে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যেদিকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন উহা গোপন রাখিতেন এবং এমন ভাব করিতেন, যেন অন্য দিকে যাইবেন। কিন্তু তবুকের যুদ্ধের সময় (এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া) স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন যে, হে লোকসকল, আমি রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার এরাদা করিতেছি। তিনি (এই যুদ্ধে) নিজের এরাদাকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন।

সে সময় লোকেরা অত্যন্ত অভাব-অনটনের ভিতর কালাতিপাত করিতেছিল। প্রচণ্ড গরম পড়িতেছিল, তদুপরি সমস্ত এলাকা জুড়িয়া দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। গাছে ফল পাকিয়াছিল। লোকেরা (ফল কাটার জন্য) নিজেদের বাগানে অবস্থান ও (প্রচণ্ড গরমের দরুন) ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পছন্দ করিতেছিল। এই সমস্ত জায়গা ছাড়িয়া কেহই (এই গরমের মধ্যে) সফরে যাওয়াকে পছন্দ করিতেছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। এমন সময় একদিন তিনি (মুনাফিক) যাদ্দ ইবনে কায়েসকে বলিলেন, হে যাদ্দ, তোমার কি বনুল আসফার এর (অর্থাৎ রোমীয়দের) সহিত যুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা আছে? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এখানেই থাকিতে অনুমতি দিন। আমাকে ফেৎনায় ফেলিবেন না। কারণ আমার কাওমের লোকেরা জানে যে, আমার ন্যায় মেয়েদের প্রতি দুর্বল আর কেহ নাই। অতএব আমার ভয় হয় যে, বনুল আসফার (অর্থাৎ রোম)এর মেয়েদের দেখিয়া আমি হয়ত বা তাহাদের ফেৎনায় পড়িয়া যাইব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এখানেই থাকিবার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে অনুমতি দিলাম। তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ وَلَا تَفْتِنِّىْ اَلَا فِى الْفِتْنَةِ ...

অর্থ ঃ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে, যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন, আমাকে ফেৎনায় ফেলিবেন না, শুনিয়া রাখ, তাহারা ত ফেৎনায় পড়িয়াই গিয়াছে।

উক্ত আয়াতে বুঝানো হইয়াছে যে, রোমান মেয়েদের ফেৎনায় পড়িবার আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফরে না যাইয়া মদীনায় থাকিয়া যাওয়াই এক বড় ফেৎনা। আর এই ফেৎনায় সে নিপতিত হইয়াছে।

وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ

অর্থ ঃ আর নিশ্চয় দোযখ কাফেরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এইখানে কাফের বলিয়া সেই সকল মুনাফিক বুঝানো হইয়াছে যাহারা অজুহাত দেখাইয়া যুদ্ধে যাইতে চাহিতেছিল না।

অপর এক মুনাফিক বলিল—

www.BANGLAKITAB.com

لَا تَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ

অর্থাৎ তোমরা (এই ভীষণ) গরমের মধ্যে বাহির হইও না।

উহার জবাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করিলেন—

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, দোযখের আগুন (ইহা অপেক্ষা) অধিক গরম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জোরালোভাবে নিজ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আদেশ দিলেন। সম্পদশালীদেরকে আল্লাহর রাস্তায় যানবাহন দান ও অধিক পরিমাণে খরচ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং সম্পদশালীরা সওয়াবের উদ্দেশ্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এই যুদ্ধে এত অধিক পরিমাণে খরচ করিলেন যে, তাহার ন্যায় আর কেহ করিতে পারে নাই। তিনি যানবাহনের জন্য দুইশত উট দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তবুকের যুদ্ধে যাওয়ার এরাদা করিলেন, তখন জাদ্দ ইবনে কায়েসকে বলিলেন, বনুল আসফার (অর্থাৎ রোমান)দের সহিত যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো মেয়েলোক ব্যতীত থাকিতে পারি না। অতএব রোমান মেয়েদের দেখিলে তাহাদের ফেৎনায় পড়িয়া যাইব। আপনি আমাকে এখানে অর্থাৎ মদীনায় থাকিবার অনুমতি দিবেন কি? আমাকে ফেৎনায় ফেলিবেন না। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কথার উপর নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ وَلَا تَفْتِنِّىْ اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান জানাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্র ও মক্কাবাসীদের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ)কে আসলাম গোত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে ফুরা' নামক বস্তি পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু রুহুম গিফারী (রাঃ)কে তাহার নিজ কাওমের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে নিজ এলাকায় সমবেত করিবার আদেশ দিলেন। হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ)কে তাহার নিজ কাওমের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত আবু জা'দ যামরী (রাঃ)কে সমুদ্র তীরবর্তী তাহার নিজ কাওমের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত রাফে' ইবনে মাকীস (রাঃ) ও হযরত জুন্দুব ইবনে মাকীস (রাঃ)কে জুহাইনা গোত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত নুআইম ইবনে মাসঊদ (রাঃ)কে আশজা' গোত্রের নিকট ও বনু কা'ব ইবনে আমর গোত্রের নিকট হযরত বুদাইল ইবনে ওরকা, হযরত আমর ইবনে সালিম ও হযরত বশীর ইবনে সুফিয়ান (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। কয়েকজন সাহাবাকে সুলাইম গোত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ)ও ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদিগকে জিহাদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আদেশ করিলেন। সাহাবা (রাঃ)ও দিল খুলিয়া প্রচুর পরিমাণে খরচ করিলেন। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সমুদয় সম্পদ, যাহার পরিমাণ চার হাজার দিরহাম ছিল, লইয়া হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কিছু রাখিয়া আসিয়াছ কি? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (কে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি)। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার অর্ধেক সম্পদ লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের পরিবারের জন্য কিছু রাখিয়া আসিয়াছ

WWW.BANGLAKITAB.COM

কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, যে পরিমাণ আনিয়াছি উহার অর্ধেক (রাখিয়া আসিয়াছি। (অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, যে পরিমাণ আনিয়াছি উহার সমপরিমাণ রাখিয়া আসিয়াছি।) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আনিত সম্পদের খবর পাইয়া বলিলেন, যখনই আমাদের মধ্যে কোন নেককাজে প্রতিযোগিতা হইয়াছে তখনই হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছেন।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বহু মাল সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) দুইশত উকিয়া রৌপ্য অর্থাৎ আট হাজার দেরহাম আনিলেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)ও অনেক মাল আনিলেন। হযরত আসেম ইবনে আদি (রাঃ) নব্বই ওসাক (প্রায় পৌনে পাঁচ মণ) খেজুর দিলেন। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সম্পূর্ণ বাহিনীর এক তৃতীয়াংশের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়াছিলেন। সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক খরচ করিয়াছেন। তাহার দানসামগ্রী বাহিনীর এক তৃতীয়াংশের সম্পূর্ণ খরচের জন্য যথেষ্ট হইয়াছিল। তাহার দানের পর বলা হইল যে, বাহিনীর জন্য অতিরিক্ত আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নাই। এমনকি তিনি পানির মশক সেলাইয়ের মোটা সুঁই এরও ব্যবস্থা করিলেন। বলা হয় যে, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, ইহার পর ওসমান যাহাই করিবে তাহার জন্য আর কোন ক্ষতি নাই।

সম্পদশালীগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত খরচে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও সওয়াবের আশায় করিয়াছেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী ছিলেন তাহারাও নিজেদের অপেক্ষা দুর্বলদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এমনকি কেহ কেহ নিজের উট আনিয়া এক–দুইজনকে

দিয়া বলিতেন, তোমরা পালাক্রমে ইহাতে আরোহণ করিও। আর কেহ খরচ আনিয়া যুদ্ধে গমনকারী কাহাকেও দিয়া দিতেন। মহিলারাও তাহাদের সাধ্যমত যুদ্ধে গমনকারীদের সাহায্য করিতেছিলেন। হযরত উম্মে সিনান আসলামিয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একটি কাপড় বিছানো দেখিয়াছি, যাহাতে শিং ও হাতির দাঁতের কাঁকন, বাজুবন্ধ, খাড়ু, কানবালা ও আংটি ইত্যাদি অলঙ্কারাদি রাখা ছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ মুসলমানদের সাহায্যার্থে মহিলাদের দেওয়া অলঙ্কারাদি দ্বারা উক্ত কাপড় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। লোকেরা সে সময় দারুন অভাবের মধ্যে ছিল। গাছে গাছে ফল পাকিয়াছিল। ছায়াময় স্থান সকলের নিকট প্রিয় ছিল। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই ঘরে থাকা পছন্দ করিতেছিল। কেহ ঘর হইতে বাহির হইতে চাহিতেছিল না। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জোরদারভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং সানিয়াতুল ওদা' নামক স্থানে যাইয়া তিনি তাঁবু স্থাপন করিলেন। লোকসংখ্যা এতবেশী ছিল যে, কোন রেজিষ্টার খাতায় নাম লিখিয়া শেষ করা সম্ভব হইতেছিল না। যুদ্ধে যাইতে অনিচ্ছুক এরূপ প্রত্যেকেই বুঝিতেছিল যে, যদি সে এই যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকে তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তাহার অনুপস্থিতি কেহ টের পাইবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর আরম্ভ করিবার এরাদা চূড়ান্ত করিলেন তখন সিবা' ইবনে উরফুতাহ (রাঃ)কে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা নিযুক্ত করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অধিক পরিমাণে জুতা সঙ্গে লইয়া চল, কারণ যতক্ষণ কেহ জুতা পরিধান করিয়া থাকে ততক্ষণ সে যেন একজন আরোহী।

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর আরম্ভ করিলে (মুনাফিক) ইবনে উবাই আরো অন্যান্য মুনাফিকদেরকে লইয়া পিছনে (মদীনায়) রহিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনুল আসফার অর্থাৎ রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন অথচ মুসলমানদের অবস্থা করুণ, প্রচণ্ড গরম পড়িতেছে, দূর দূরান্তের সফর উপরন্তু এমন বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন যাহাদের মুকাবিলা করিবার মত শক্তি তাঁহার নাই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনুল আসফার অর্থাৎ রোমানদের সহিত যুদ্ধ করা কি খেলা মনে করেন? তাহার অন্যান্য মুনাফিক সঙ্গীগণও এই ধরনের কথাবার্তা বলাবলি করিতেছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল। ইবনে উবাই ইহাও বলিল যে, আল্লাহর কসম, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, আগামীকাল তাঁহার সাহাবাদেরকে দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সানিয়াতুল ওদা হইতে রওয়ানা হইলেন তখন ছোটবড় ঝাণ্ডা প্রস্তুত করিলেন। ছোট ঝাণ্ডাগুলির মধ্য হইতে সর্ববৃহৎ ঝাণ্ডা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে দিলেন এবং বড় ঝাণ্ডাগুলির মধ্য হইতে সর্ববৃহৎ ঝাণ্ডাটি হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর হাতে দিলেন। আওস গোত্রের ঝাণ্ডা হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ)এর হাতে এবং খাযরাজ গোত্রের ঝাণ্ডা হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর হাতে দিলেন। কাহারো মতে খাযরাজের ঝাণ্ডা হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ)এর হাতে দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। দশ হাজার ঘোড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রত্যেক খান্দানকে তাহাদের নিজেদের ছোটবড় ঝাণ্ডা লইতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আরব গোত্রদেরও আপন আপন ছোটবড় ঝাণ্ডা ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুশয্যায় হযরত উসামা (রাঃ) (এর বাহিনী)কে প্রেরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার খেলাফত লাভের পর সর্বপ্রথম উক্ত বাহিনী প্রেরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (ফিলিস্তীনের) উবনা এলাকার উপর ভোরে ভোরে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিবার আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া রওয়ানা হইয়া যাও। হযরত উসামা (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া) ঝাণ্ডা লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং উক্ত ঝাণ্ডা হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব আসলামী (রাঃ)এর হাতে দিলেন। তিনি উহা লইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে আসিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে জুরুফ নামক স্থানে ছাউনী স্থাপন করিলেন, যাহা বর্তমানে সেকায়া সুলাইমান নামে পরিচিত। তিনি আপন বাহিনীকে উক্ত স্থানে সমবেত করিলেন। লোকেরা নিজ নিজ প্রস্তুতি গ্রহণ শেষে জুরুফে আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। যাহার প্রস্তুতি শেষ হয় নাই সে তাহার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রহিল।

মুহাজিরীনে আউয়ালীন অর্থাৎ সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরগণ সকলেই এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আবু ওবায়দাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস, হযরত আবুল আ'ওয়ার, সাঈদ ইবনে যায়েদ, ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রাঃ) সহ অন্যান্য মুহাজির ও আনসারগণও এই বাহিনীতে শামিল ছিলেন। আনসারদের মধ্য হইতে হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান, হযরত সালামা ইবনে আসলাম ইবনে হারীশ (রাঃ)ও শরীক ছিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করার ব্যাপারে কতিপয় মুহাজিরীন আপত্তি করিলেন এবং এই ব্যাপারে হযরত আইয়াশ ইবনে আবি

www.BANGLAKITAB.com

রাবিয়াহ (রাঃ) সর্বাপেক্ষা শক্ত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরীনদের উপর এই বালককে আমীর নিযুক্ত করা হইতেছে? অতঃপর ইহা লইয়া লোকদের মধ্যে বেশ আলোচনা চলিতে লাগিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এরূপ কিছু কথা বলিতে শুনিয়া তাহার বিরোধিতা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নারাজ হইলেন। (অসুস্থতার দরুন) তিনি মাথায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং পরিধানে একখানা চাদর ছিল। (এমতাবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।) তারপর মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন—

আম্মা বা'দ, হে লোকসকল, আমি উসামাকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছি বলিয়া তোমাদের কিছু লোকের পক্ষ হইতে এ কেমন (সমালোচনামূলক) উক্তি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে? আল্লাহর কসম, আজ তোমরা উসামাকে আমীর নিযুক্ত করার উপর আপত্তি করিতেছ? ইতিপূর্বে তাহার পিতা (হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করার উপরও আপত্তি করিয়াছ। অথচ আল্লাহর কসম, সে আমীর হওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং তাহার পর তাহার পুত্র (উসামা)ও আমীর হওয়ার উপযুক্ত। সে যেমন লোকদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল, তেমন তাহার পুত্র উসামাও আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। ইহারা উভয়েই প্রত্যেক ভালকাজের উপযুক্ত। তোমরা আমার পক্ষ হইতে উসামার সহিত সদ্ব্যবহারের অসিয়ত গ্রহণ কর ; কারণ সে তোমাদের মধ্যে পছন্দনীয় ও মনোনীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন রবিউল আউয়ালের দশ তারিখ শনিবার ছিল।

হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীতে যোগদানকারী মুসলমানগণ আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে

বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রত্যেককে ইহাই বলিতেছিলেন যে, উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করিয়া দাও। (হযরত উসামা (রাঃ)এর মাতা) হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত উসামাকে তাহার ছাউনি—জুরুফে অবস্থান করিতে বলুন। (এখন তাহাকে রওয়ানা হইতে নিষেধ করুন।) কারণ আপনাকে এই অবস্থায় রাখিয়া রওয়ানা হইয়া গেলে সে (মানসিক স্থিরতার সহিত) কোন কাজ করিতে পারিবে না। (তাহার মন সর্বক্ষণ আপনার সংবাদ জানিবার জন্য উদগ্রীব থাকিবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেও একই কথা বলিলেন যে, উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করিয়া দাও।

লোকজন সকলেই জুরুফে আসিয়া সমবেত হইল এবং তাহারা রবিবার রাত্র সেখানে কাটাইল। রবিবার দিন হযরত উসামা (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জানার জন্য) মদীনায় আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দুর্বল অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। এদিনই তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া ছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) যখন তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁহার নিকট হযরত আব্বাস (রাঃ) ও তাঁহার বিবিগণ উপস্থিত ছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) ঝুঁকিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি আপন হস্তদ্বয় উঠাইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর শরীরের উপর রাখিতেছিলেন, হযরত উসামা (রাঃ) বলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমার জন্য দোয়া করিতেছেন। আমি সেখান হইতে আমার বাহিনীর অবস্থানস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থবোধ করিলেন। হযরত উসামা

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) সকালবেলা পুনরায় ছাউনী হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা (তোমার সফরে) বরকত দান করুন, তুমি রওয়ানা হইয়া যাও। হযরত উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সুস্থবোধ করিতেছিলেন। তাঁহার আরাম হওয়ার আনন্দে তাঁহার বিবিগণ একে অপরের চুলে চিরুনী করিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিহামদিল্লাহ আজ আপনি সুস্থবোধ করিতেছেন। আজ আমার স্ত্রী বিনতে খারেজার (নিকট অবস্থানের) দিন। আমাকে (তাহার নিকট যাওয়ার) অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তিনি (মদীনার উচু এলাকায় অবস্থিত) সুনাহ মহল্লায় (নিজের ঘরে) চলিয়া গেলেন।

হযরত উসামা (রাঃ) আরোহণ করিয়া নিজ বাহিনীর অবস্থানস্থলে চলিলেন এবং আপন সঙ্গীদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সকলে যেন সেখানে পৌছিয়া যায়। ছাউনীতে পৌছিয়া হযরত উসামা (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিলেন এবং লোকদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছিল। হযরত উসামা (রাঃ) আরোহণ করিয়া জুরুফ হইতে রওয়ানা হইতেছিলেন এমন সময় তাহার মাতা হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর পক্ষ হইতে একজন সংবাদদাতা পৌছিয়া এই সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে বিদায় হইতেছেন। হযরত উসামা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। তাহার সহিত হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)ও ছিলেন। যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছিলেন তখন তাঁহার শেষ মুহূর্ত ছিল। বার রবিউল আউয়াল সোমবার দিন সূর্য ঢলার কাছাকাছি সময়ে তাঁহার ইন্তেকাল হইল। যে সকল মুসলমান জুরুফে (রওয়ানা হওয়ার জন্য

প্রস্তুত হইয়া) অবস্থান করিতেছিলেন তাহারা সকলে মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর ঝাণ্ডা লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সম্মুখে গাড়িয়া দিলেন।

অতঃপর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হইল তখন তিনি হযরত বুরাইদাহ (রাঃ)কে হুকুম দিলেন যেন উক্ত ঝাণ্ডা হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে লইয়া যান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত উসামা (রাঃ) মুসলমানদিগকে লইয়া জেহাদে চলিয়া না যান ততক্ষণ যেন ঝাণ্ডা না খোলেন। হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমি ঝাণ্ডা লইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে গেলাম এবং তারপর সেই ঝাণ্ডা লইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর সহিত সিরিয়ায় গেলাম। পুনরায় সেই ঝাণ্ডা লইয়া (সিরিয়া হইতে) হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই ঝাণ্ডা তাহার ইন্তেকাল পর্যন্ত তাহার ঘরেই তেমনি বাঁধা রহিল।

আরবগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ পাইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম হইতে মুরতাদ হওয়ার হইয়া গেল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে যাওয়ার হুকুম করিয়াছেন তুমি (আপন বাহিনী লইয়া) সেদিকে রওয়ানা হইয়া যাও। সুতরাং লোকজন পুনরায় (মদীনা হইতে) বাহির হইতে লাগিল এবং পূর্ববর্তী স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। হযরত বুরাইদাহ (রাঃ)ও ঝাণ্ডা লইয়া আসিলেন এবং পূর্বের ছাউনিতে পৌছিয়া গেলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)এর এই বাহিনী প্রেরণের বিষয়টি বড় বড় মুহাজিরীনে আউয়ালীন সাহাবা (রাঃ)দের নিকট অত্যন্ত ভারি মনে হইল। অতএব হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আবু ওবায়দাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস ও হযরত সাঈদ ইবনে

www.BANGLAKITAB.com

যায়েদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, চারিদিকে আরবগণ আপনার আনুগত্য ছাড়িয়া দিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনি এই বিস্তৃত বিরাট বাহিনী পাঠাইয়া এবং (মদীনা হইতে) পৃথক করিয়া দিয়া কিছুই করিতে পারিবেন না। (আপনি এই বাহিনীকে এখানেই রাখুন।) তাহাদিগকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত রাখুন এবং তাহাদের মোকাবেলায় পাঠান।

আর দ্বিতীয় কথা হইল, আমরা মদীনার উপর হঠাৎ কোন আক্রমণ হইয়া যাওয়ার আশংকা করিতেছি। অথচ এখানে (মুসলমানদের) মহিলা ও শিশুরা রহিয়াছে। এই মুহূর্তে আপনি রোমের উপর আক্রমণকে স্থগিত রাখুন। যখন ইসলাম তাহার পূর্বাবস্থার উপর মজবুত হইয়া যাইবে এবং মুরতাদরা হয় ইসলামে ফিরিয়া আসিবে—যেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে অথবা তলোয়ার দ্বারা তাহারা চিরতরে শেষ হইয়া যাইবে। তারপর আপনি উসামা (রাঃ)কে রোমে প্রেরণ করুন। আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে, রুমীরা (এই মুহূর্তে) আমাদের দিকে (যুদ্ধের জন্য) অগ্রসর হইতেছে না। (অতএব তাহাদিগকে বাধা প্রদানের জন্য হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে এখন পাঠানোর কোন প্রয়োজন নাই।)

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়া শেষ করিলেন তখন বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে আর কেহ কিছু বলিতে চায় কি? তাহারা বলিলেন, না। আপনি আমাদের কথা সম্পূর্ণ শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসও হয় যে, (এই বাহিনী পাঠাইয়া দিলে) হিংস্র জন্তু আসিয়া আমাকে খাইয়া ফেলিবে তবুও আমি এই বাহিনীকে অবশ্যই প্রেরণ করিব (এবং খলীফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম আমি এই কাজই করিতে চাই)। ইহার পূর্বে আর কোন কাজ করিতে চাই না। আর কিভাবে (এই বাহিনী রওয়ানা হইতে বাধা দেওয়া যাইতে পারে)? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তথাপি তিনি

বলিতেছিলেন যে, উসামার বাহিনীকে রওয়ানা কর। অবশ্য একটি বিষয়ে আমি উসামার সহিত আলাপ করিতে চাই, আর তাহা এই যে, ওমর (না যাক এবং) আমাদের নিকট থাকিয়া যাক। কেননা তাহাকে ছাড়া আমাদের কাজ চলিবে না। আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি জানিনা উসামা এরূপ করিবে কিনা। আল্লাহ তায়ালার কসম, সে যদি অস্বীকার করে তবে আমি তাহাকে বাধ্য করিব না। উপস্থিত লোকেরা বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনী প্রেরণের দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হাঁটিয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)কে রাখিয়া যাওয়ার ব্যাপারে তাহার সহিত কথা বলিলেন। সুতরাং হযরত উসামা (রাঃ)ও সম্মত হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, আপনি কি ওমর (রাঃ)কে এখানে থাকিয়া যাওয়ার ব্যাপারে) খুশীমনে অনুমতি দিয়াছ? হযরত উসামা (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। হযরত আবু বকর (রাঃ) বাহিরে আসিয়া নিজের ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা দেওয়ার হুকুম দিলেন যে, আমার পক্ষ হইতে এই বিষয়ে পূর্ণ তাকীদ করা হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে কেহ হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল সে যেন কোনক্রমেই এখন এই বাহিনী হইতে পিছনে থাকিয়া না যায়। (অবশ্যই যেন এই বাহিনীর সহিত যায়।) আর যদি আমার নিকট এরূপ কাহাকেও আনা হয় যে, সে এই বাহিনীতে যায় নাই তবে আমি অবশ্যই তাহাকে (শাস্তিস্বরূপ) পায়ে হাঁটাইয়া এই বাহিনীর সহিত শামিল করিব। আর ঐ সকল মুহাজিরীনদেরকে ডাকাইয়া আনাইলেন যাহারা হযরত উসামা (রাঃ)এর আমীর হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিলেন এবং তাহাদিগকে এই বাহিনীর সহিত যাইতে বাধ্য করিলেন। অতএব কেহই এই বাহিনীতে যোগদান হইতে পিছনে রহিল না।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) ও মুসলমানদেরকে বিদায় জানাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। এই বাহিনীর লোকসংখ্যা তিন হাজার ছিল। তন্মধ্যে এক হাজার ঘোড়সওয়ার ছিল। হযরত উসামা (রাঃ) যখন নিজের সঙ্গীদের লইয়া জুরুফ হইতে রওয়ানা হওয়ার জন্য সওয়ারীতে আরোহণ করিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)ও হযরত উসামা (রাঃ)এর পাশাপাশি কিছুদূর পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলেন। অতঃপর (বিদায়ের) দোয়া

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

পড়িলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে (এই সফরের) হুকুম করিয়াছিলেন। অতএব তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের কারণে যাও। আমি না তোমাকে এই কাজের আদেশ করিয়াছি, আর না তোমাকে উহা হইতে নিষেধ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের আদেশ করিয়া গিয়াছেন আমি তো শুধু উহাকে কার্যকর করিতেছি।

অতঃপর হযরত উসামা (রাঃ) দ্রুতগতিতে রওয়ানা হইলেন এবং তিনি এমন এলাকার উপর দিয়া অতিক্রম করিলেন যেখানে শান্তি বিরাজ করিতেছিল এবং সেখানকার লোকেরা মোরতাদ হয় নাই। যেমন কুসাআর জুহাইনা ও অন্যান্য গোত্রসমূহ। হযরত উসামা (রাঃ) যখন 'ওয়াদী কোরা'তে পৌঁছিলেন তখন তিনি বনু উযরার হুরাইস নামী এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসাবে সম্মুখে পাঠাইলেন। সে নিজের বাহনে চড়িয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর পূর্বে রওয়ানা হইল এবং চলিতে চলিতে সে একেবারে উবনা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সে সেখানকার অবস্থা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বাহিনীর জন্য উপযুক্ত রাস্তাও তালাশ করিল। অতঃপর দ্রুত ফিরিয়া আসিল এবং উবনা হইতে দুই রাত্র পরিমাণ সফরের দূরত্বে আসিয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর সহিত মিলিত হইল এবং এই সংবাদ জানাইল যে, লোকজন সম্পূর্ণ গাফেল অবস্থায় আছে। (তাহারা মুসলিম

বাহিনীর আগমন সম্পর্কে কিছুই জানে না।) তাহাদের সম্মিলিত কোন বাহিনীও নাই। আর সে পরামর্শ দিল যে, বাহিনী লইয়া দ্রুতগতিতে চলুন, যাহাতে তাহাদের সৈন্য সমবেত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা যায়।

হযরত হাসান ইবনে আবিল হাসান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে মদীনাবাসী ও আশেপাশের লোকদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী প্রস্তুত করিলেন। উক্ত বাহিনীতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিলেন। এই বাহিনীর শেষাংশ খন্দক অতিক্রম করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত উসামা (রাঃ) লোকদের সহ থামিয়া গেলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি ফেরৎ যাইয়া আল্লাহর রসূলের খলীফার নিকট (আমাদের জন্য ফেরৎ যাওয়ার) অনুমতি গ্রহণ করুন। তিনি যেন আমাকে অনুমতি দেন যাহাতে আমরা সকলে মদীনায় ফিরিয়া যাই। কেননা আমার সহিত বাহিনীতে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রহিয়াছেন। আমার আশংকা হইতেছে, মুশরিকগণ আল্লাহর রাসূলের খলীফা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজন ও মুসলমানদের পরিবার পরিজনের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া না দেয়।

আনসারগণ বলিলেন, যদি হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদের ব্যাপারে সম্মুখে যাওয়ারই ফয়সালা করেন তবে তাঁহাকে আমাদের পক্ষ হইতে এই পয়গাম দিয়া দাবী জানাইবেন যে, তিনি যেন এমন কাহাকেও আমাদের আমীর বানাইয়া দেন যিনি হযরত উসামা (রাঃ) হইতে বয়স্ক হন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর পয়গাম লইয়া গেলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে হযরত উসামা (রাঃ)এর পয়গাম সম্পর্কে অবহিত করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যদি কুকুর ও চিতা আমাকে টানিয়া লইয়া যায় (এবং আমাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া

www.BANGLAKITAB.com

খাইয়া ফেলে) তবুও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাকে ফেরৎ লইতে পারি না। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে আনসারগণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এই পয়গাম আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দেই যে, তাহাদের ইচ্ছা হইল, আপনি এমন লোককে তাহাদের আমীর বানাইয়া দিন যিনি হযরত উসামা (রাঃ) অপেক্ষা বয়স্ক হন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর দাড়ি ধরিয়া বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার মা তোমাকে হারাক, (অর্থাৎ, তুমি মরিয়া যাও) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আমীর বানাইয়াছেন, আর তুমি আমাকে বলিতেছ যে, আমি তাহাকে আমীরের পদ হইতে সরাইয়া দেই। হযরত ওমর (রাঃ) সেখান হইতে বাহির হইয়া লোকদের নিকট আসিলেন। লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি করিয়া আসিলেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা সফর আরম্ভ কর। তোমাদের মাতাগণ তোমাদেরকে হারাক! আজ তোমাদের কারণে আমাকে আল্লাহর রাসূলের খলীফার পক্ষ হইতে অনেক কিছু সহ্য করিতে হইয়াছে।

অতঃপর স্বয়ং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদের নিকট আসিলেন এবং তাহাদেরকে খুব উৎসাহ দিলেন। তিনি তাহাদিগকে এইভাবে বিদায় দিলেন যে, স্বয়ং তাহাদের সহিত পায়দল চলিতেছিলেন এবং হযরত উসামা (রাঃ) সওয়ারীতে আরোহী ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সওয়ারীর লাগাম টানিয়া চলিতেছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! হয় আপনি সওয়ার হইয়া যান, আর না হয় আমি নিচে নামিয়া পায়দল চলি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, না তুমি নামিবে, আর আল্লাহর কসম, না আমি চড়িব। ইহাতে কি ক্ষতি যে, আমি কিছুক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় আমার পা দ্বয়কে ধুলিযুক্ত

করি। কারণ গাজী যে কোন কদম উঠায়, তাহার প্রতি কদমে সাতশত নেকী লেখা হয়, তাহার সাতশত মর্তবা উন্নত করা হয় এবং তাহার সাতশত গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন বিদায় দিয়া ফিরিতে লাগিলেন তখন তিনি হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, যদি তুমি ভাল মনে কর তবে ওমরকে আমার সাহায্যের জন্য এখানে রাখিয়া যাও। সুতরাং হযরত উসামা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে মদীনায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট থাকিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন। (মুখতাসার ইবনে আসাকির)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ) যখন (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর) বাইয়াত হইতে অবসর হইলেন এবং লোকেরা সকলে শান্ত হইল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে যেখানে যাইতে হুকুম করিয়াছিলেন তুমি সেখানকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাও। মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্য হইতে কিছু লোক হযরত হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত কথা বলিলেন। তাহারা বলিলেন, আপনি হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে (না পাঠাইয়া) রুখিয়া দিন। কেননা আমাদের আশংকা হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর শুনিয়া সমস্ত আরব আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ও মজবুত ছিলেন—তিনি বলিলেন, আমি সেই বাহিনীকে রুখিয়া দিব যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়াছেন? তবে তো ইহা আমার বিরাট দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন হইবে। সেই পবিত্র যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত বাহিনীকে আমি রুখিয়া দেই ইহা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় এই যে, আমার উপর সমগ্র আরব আক্রমণ করিয়া বসে। হে উসামা, তুমি তোমার বাহিনী লইয়া সেখানে যাও

www.BANGLAKITAB.com

যেখানে যাওয়ার তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ফিলিস্তীনের যে এলাকায় যাইয়া যুদ্ধ করিতে হুকুম করিয়াছিলেন তুমি সেখানে যাইয়া মুতাবাসীদের সহিত যুদ্ধ কর। তুমি এখানে যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছ তাহাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। অবশ্য তুমি যদি ভাল মনে কর তবে ওমরকে এখানে থাকিয়া যাওয়ার অনুমতি দাও। আমি তাহার সহিত পরামর্শ করিব এবং তাহার সাহায্য গ্রহণ করিব। কেননা তাহার রায় অতি উত্তম এবং সে ইসলামের অত্যন্ত হিতাকাংখী। অতএব হযরত উসামা (রাঃ) অনুমতি দিলেন।

অধিকাংশ আরব ও পূর্বাঞ্চলীয় লোকেরা ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। এমনিভাবে গাতফান, বনু আসাদ গোত্রদ্বয় ও আশজা গোত্রের অধিকাংশ লোক ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। অবশ্য বনু তাই গোত্র ইসলামকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। অধিকাংশ সাহাবা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে নিষেধ করিয়া দিন এবং তাহাদিগকে গাতফান ও অবশিষ্ট আরব যাহারা ইসলাম হইতে মোরতাদ হইয়া গিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে রুখিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, যে সমস্ত বিষয়ে তোমাদের নবীর পক্ষ হইতে কোন সুন্নাত জানা না থাকে বা কোরআনে কোন পরিষ্কার হুকুম তোমাদের উপর নাযিল না হইয়া থাকে কেবল সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা পরামর্শ করিয়া থাকি। তোমরা তোমাদের পরামর্শ দিয়াছ, এখন আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, উভয়ের মধ্যে যাহা তোমাদের নিকট উত্তম মনে হয় উহাকে অবলম্বন কর। কারণ আল্লাহ তায়ালা কখনও তোমাদিগকে কোন গোমরাহীর উপর ঐক্যমত করিবেন না। সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমার মতে সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা এই যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার নিকট হইতে যাকাতের জানোয়ারের সহিত রশি লইতেন সে সেই রশি দিতে অস্বীকার করিলেও তাহার সহিত জেহাদ করা হউক। সমস্ত মুসলমান হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়কে মানিয়া লইলেন এবং সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায় তাহাদের রায় অপেক্ষা উত্তম। অতএব হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন যেখানে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হুকুম দিয়াছিলেন।

এই জেহাদের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ) সঠিক ফয়সালা করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে প্রচুর গনীমতের মাল দান করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) মুহাজিরীন ও আনসারদের এক জামাত লইয়া (মুরতাদদের মুকাবিলার জন্য) বাহির হইলেন। গ্রাম্য আরবরা তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া পালাইয়া গেল। মুসলমানগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, সমস্ত গ্রাম্য আরব তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া পালাইয়া গিয়াছে তখন তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত কথা বলিলেন। তাহারা বলিলেন, এখন আপনি মদীনায় মহিলা ও শিশুদের নিকট ফিরিয়া যান এবং আপনার সঙ্গীদের মধ্য হইতে কাহাকেও জামাতের আমীর নিযুক্ত করিয়া আপনার দায়িত্ব তাহাকে অর্পণ করিয়া দিন। মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই ব্যাপারে বুঝাইতে থাকিলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন এবং হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে আমীর বানাইয়া দিলেন। তিনি হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, আরবের লোকেরা যখন মুসলমান হইয়া যাইবে এবং যাকাত দিতে আরম্ভ করিবে তখন তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ ফিরিয়া আসিতে চাহিবে সে ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর যখন আনসারগণ খেলাফতের বিষয়ে সকলেই একমত হইয়া গেলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীর (রওয়ানা হওয়ার) কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। আরবের পরিস্থিতি এই ছিল যে, লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল। কোন কোন গোত্র তো সম্পূর্ণই, আর কোন কোন গোত্রের কিছু কিছু লোক মোরতাদ হইয়া গেল এবং মোনাফেকী প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ মাথা উত্তোলন করিয়া দেখিতে লাগিল। আর যেহেতু মুসলমানদের নবীর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল, তদুপরি তাহাদের সংখ্যা ছিল কম আর তাহাদের শত্রু সংখ্যা ছিল অধিক সেহেতু মুসলমানদের অবস্থা শীতের রাত্রে বৃষ্টিভেজা বকরীর পালের মত ছিল।

এমতাবস্থায় লোকেরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিল, এই যৎসামান্য মুসলমান। আর আপনি দেখিতেছেন যে, আরবগণ আপনার অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনার জন্য সমুচিত নয় যে, এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের এই জামাত (অর্থাৎ হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনী)কে আপনার নিকট হইতে পৃথক করিয়া পাঠাইয়া দেন। ইহার জবাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র যাতের কসম যাহার হাতে আবু বকরের প্রাণ রহিয়াছে, যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যায় যে, আমাকে হিংস্র জন্তু উঠাইয়া লইয়া যাইবে তবুও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অনুযায়ী উসামার বাহিনীকে অবশ্যই রওয়ানা করিব। যদি জনবসতিতে আমি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট না থাকে তবুও আমি এই বাহিনীকে অবশ্যই রওয়ানা করিয়া ছাড়িব।

হযরত আসেম ও হযরত আমরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সমস্ত আরব মোরতাদ হইয়া গেল এবং নেফাক (মোনাফেকী) মাথা উঠাইয়া দেখিতে লাগিল। আল্লাহর কসম, আমার

পিতার উপর তখন এমন মুসীবত আসিয়া পড়িয়াছিল যে, যদি উহা মজবুত পাহাড়সমূহের উপর পড়িত তবে পাহাড়কেও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অবস্থা তখন এমন হইয়া গিয়াছিল যেমন অন্ধকার রাত্রে হিংস্র জন্তু ভরা এলাকায় বৃষ্টিভেজা ভীত সন্ত্রস্ত বকরীর হইয়া থাকে। আল্লাহর কসম, সেই সময় সাহাবাদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিত আমার পিতা উহার অনিষ্টকে দূর করিতেন এবং উহার লাগাম ধরিয়া উপযুক্ত ফয়সালা করিয়া দিতেন। (যদ্দরুন বিরোধ শেষ হইয়া যাইত।)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, যদি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর) হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত না হইতেন তবে (দুনিয়াতে) আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইত না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) দ্বিতীয় বার এই কথা বলিলেন। তারপর তৃতীয়বার বলিলেন। লোকেরা তাহাকে বলিল, হে আবূ হোরায়রা, আপনি এমন কথা হইতে বিরত হউন। তিনি বলিলেন, (আমি এই কথা এইজন্য বলিতেছি যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতশতজনের এক বাহিনী দিয়া হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে সিরিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। (প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুসারে এই বাহিনীর লোকসংখ্যা তিন হাজার ছিল। তন্মধ্যে কোরাইশদের সংখ্যা সম্ভবতঃ সাতশত ছিল বলিয়া এই রেওয়ায়াতে সাতশত উল্লেখ করিয়াছেন।)

হযরত উসামা (রাঃ) যখন 'যি–খুশুব' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং মদীনার আশে পাশের আরবগণ মোরতাদ হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইয়া বলিলেন, হে আবু বকর! এই বাহিনীকে ফেরৎ লইয়া আসুন। আপনি এই বাহিনীকে রোম পাঠাইতেছেন অথচ মদীনার আশেপাশের আরবগণ মোরতাদ হইয়া গিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা বিবিদের পা কুকুরে টানিয়া বেড়ায় তবুও আমি সেই বাহিনীকে ফেরৎ আনিব না যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়াছেন এবং আমি সেই ঝাণ্ডা খুলিতে পারিব না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁধিয়াছেন। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে (ফেরৎ না আনিয়া) রওয়ানা করিয়া দিলেন। ফলে এই বাহিনী যে কোন এমন গোত্রের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল যাহারা মোরতাদ হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, মুসলমানদের নিকট যদি বিরাট শক্তি না থাকিত তবে তাহাদের নিকট হইতে এত বড় বাহিনী বাহির হইত না। আমরা এখন মুসলমানদেরকে কিছু বলিব না। তাহাদেরকে রুমীদের সহিত যুদ্ধ করিতে দাও। তারপর দেখিব। সুতরাং এই বাহিনী রুমীদের সহিত যুদ্ধ করিল এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, কতল করিয়া সহীসালামতে ফিরিয়া আসিল। এইভাবে পথিমধ্যের সমস্ত আরব গোত্রগুলি ইসলামের উপর মজবুত হইয়া গেল। (বিদায়াহ)

ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

সাইফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ) সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং এই অসুস্থতার মধ্যেই কয়েক মাস পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য পূর্বেই খেলাফতের ফয়সালা করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন তাহার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন সিরিয়া হইতে হযরত মুসান্না (রাঃ) আসিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে (সেখানকার) সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ওমরকে

আমার নিকট ডাকিয়া আন। হযরত ওমর (রাঃ) আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে ওমর! আমি তোমাকে যাহা বলি তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, অতঃপর উহার উপর আমল কর। আমার ধারণা হয় আজ আমি ইন্তেকাল করিব। সেদিন সোমবার দিন ছিল। যদি আমি এখন মারা যাই তবে সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই লোকদিগকে হযরত মুসান্নার সহিত সিরিয়ায় যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়া প্রস্তুত করিবে। আর যদি আমি রাত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি এবং রাত্রে আমার ইন্তেকাল হইয়া যায় তবে সকাল হইবার পূর্বেই লোকদিগকে হযরত মুসান্নার সহিত সিরিয়া যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়া প্রস্তুত করিবে এবং কোন মুসীবত—চাই উহা যত বড়ই হউক না কেন, তোমাকে যেন তোমার দ্বীনী কাজে ও তোমার রবের আদেশ পালনে বাধা দিতে না পারে। তুমি আমাকে দেখিয়াছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় কি করিয়াছি। অথচ মানব জাতির উপর এরূপ মুসীবত পূর্বে কখনও আসে নাই। আল্লাহর কসম, যদি আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ হইতে একটুও পিছু হটিতাম তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করা ছাড়িয়া দিতেন এবং আমাদিগকে শাস্তি দিতেন ও মদীনা আগুন দ্বারা ভস্ম হইয়া যাইত। (ইবনে জারীর তাবারী)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক মোরতাদ ও যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এহতেমাম

মুহাজির ও আনসাদের সহিত যুদ্ধের পরামর্শ ও খোতবা প্রদান

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর নেফাক (অর্থাৎ মোনাফেকী) মাথা উত্তোলন করিয়া দেখিতে লাগিল, আরবগণ মোরতাদ হইয়া গেল এবং অনারবরা হুমকি দিতে আরম্ভ করিল এবং নেহাওয়ান্দে সমবেত হওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

অঙ্গীকার করিল এবং বলাবলি করিতে লাগিল যে, সেই ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে যাহার কারণে আরবরা সাহায্য প্রাপ্ত হইত। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) মুহাজির ও আনসারদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, আরবরা যাকাতের বকরী ও উট দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং আপন দ্বীন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। আর এই সমস্ত অনারবরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য নেহাওয়ান্দে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা মনে করিতেছে যে, যে মহান ব্যক্তির কারণে তোমাদের সাহায্য করা হইতেছিল তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও (যে আমাদের কি করা উচিত)। কারণ আমিও তোমাদের একজন এবং এই পরীক্ষার সবচেয়ে বেশী দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

সাহাবা (রাঃ) দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মাথা ঝুকাইয়া চিন্তা করিতে থাকিলেন। অতঃপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমার রায় এই যে, আপনি আরবদের পক্ষ হইতে নামায কবুল করিয়া লন, আর যাকাতের বিষয়টি তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিন। কেননা তাহারা এইমাত্র জাহিলিয়াত ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইসলাম এখনো তাহাদেরকে পুর্ণরূপে তৈয়ার করিতে পারে নাই। (অর্থাৎ তাহাদের দ্বীনী তরবিয়ত এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই।) তারপর হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে কল্যাণের দিকে ফিরাইয়া আনিবেন অথবা আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করিয়া দিবেন। তখন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার শক্তিও আমাদের মধ্যে পয়দা হইয়া যাইবে। বর্তমানে এই অবশিষ্ট মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সমগ্র আরব ও অনারবের সহিত যুদ্ধ করার শক্তি নাই। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনিও একই কথা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ)ও একই কথা বলিলেন। সমস্ত মুহাজিরগণও এই রায়ই দিলেন। য

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আনসারদের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেন। তাহারাও এই একই রায় দিলেন। সকলের একই রায় শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বারে উঠিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন তখন হক অতি সামান্য ও নিরাশ্রয় ছিল এবং ইসলাম একেবারে অপরিচিত ও উপেক্ষিত ছিল। উহার রশি দুর্বল হইয়া গিয়াছিল, উহাকে মান্যকারীর সংখ্যা কম ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে স্থায়ী ও সর্বোত্তম উম্মত বানাইলেন। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ তায়ালার কথা লইয়া দণ্ডায়মান থাকিব এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ওয়াদাকে পূর্ণ করিয়া দেন এবং তাঁহার কৃত অঙ্গীকার আমাদেরকে দান করেন। সুতরাং আমাদের মধ্য হইতে যে মারা যাইবে সে শহীদ হইয়া জান্নাতে যাইবে, আর যে বাঁচিয়া থাকিবে সে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খলীফা হইয়া এবং আল্লাহর এবাদতের ওয়ারিশ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা হককে মজবুত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন এবং তাহার কথার খেলাপ হইতে পারে না—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ.....

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিতেছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন।'

আল্লাহর কসম, যদি ইহারা আমাকে সেই রশি দিতে অস্বীকার করে যাহা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, অতঃপর বৃক্ষ, পাথর ও সমস্ত মানুষ ও জ্বিন সম্মিলিত হইয়া

www.BANGLAKITAB.com

মোকাবেলায় আসে তবুও আমি তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত জেহাদ করিব যতক্ষণ না আমার রূহ আল্লাহর সহিত যাইয়া মিলিত হয়। আল্লাহ তায়ালা এরূপ করেন নাই যে, প্রথম নামায ও যাকাতকে পৃথক করিয়াছেন, অতঃপর উভয়কে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। (অতএব আমি কিভাবে এরূপ করিতে পারি যে, আরবের লোকেরা শুধু নামায পড়িবে, যাকাত দিবে না, আর আমি তাহাদিগকে কিছুই বলিব না?) ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহু আকবার! তিনি আরো বলিলেন যে, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অন্তরে (যাকাত অস্বীকারকারী) এই সকল লোকদের সহিত যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করিয়া দিলেন তখন আমারও দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহাই হক। (কানযুল উম্মাল)

হযরত সালেহ ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, যখন চারিদিকে লোকজন মোরতাদ হইতে লাগিল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, (অন্য কাহারো নিকট হইতে হেদায়াত লওয়ার প্রয়োজন রহে নাই।) আর যিনি এত দান করিয়াছেন যে, ধনী বানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন সময় প্রেরণ করিয়াছেন যখন (আল্লাহ ওয়ালা) এলেম নিরাশ্রয় ছিল এবং ইসলাম অপরিচিত ও উপেক্ষিত ছিল, উহার রশি দুর্বল হইয়া গিয়াছিল এবং ইসলামের যুগ পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। (অর্থাৎ উহার নাম লওয়ার মত কেহ ছিল না।) আর ইসলামের অনুসারীগণ পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)দের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদিগকে যে সকল কল্যাণ দান করিয়াছিলেন উহা তাহাদের কোন যোগ্যতার কারণে দিয়াছিলেন না। আর তাহাদের মধ্যে যেহেতু খারাবীই খারাবী ছিল সেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের খারাপ অবস্থাকে পরিবর্তন করেন নাই। তাহারা আল্লাহ

তায়ালার কিতাবকে পরিবর্তন করিয়াছিল এবং উহার মধ্যে এমন অনেক কথা শামিল করিয়া দিয়াছিল যাহা কিতাবে ছিল না। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার সহিত লেখাপড়াহীন আরবদের কোন সম্পর্কই ছিল না। না তাহারা আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিত, আর না তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন দোয়া করিত। তাহারা সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ ও কঠিন জীবন যাপন করিত এবং তাহাদের ধর্ম সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ধর্ম ছিল। তাহারা কঠিন ও অনাবাদ জমিনের বাসিন্দা ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাহাবা (রাঃ)দের এক জামাত ছিল, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মাত বানাইলেন, তাহাদের অনুসারীদের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন এবং অন্যদের উপর তাহাদিগকে বিজয়ী করিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীকে নিজের নিকট ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এখন শয়তান এই সমস্ত আরবদের উপর পুনরায় ঐ স্থানে আরোহণ করিতে চাহিতেছে যেখান হইতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নামাইয়াছিলেন এবং তাহাদের হাত ধরিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছে। (অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন,)—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ .....

অর্থ ঃ 'আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো একজন রাসূল, তাঁহার পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হইয়াছেন, অনন্তর যদি তাঁহার মৃত্যু হয় অথবা তিনি শহীদই হন, তবে কি তোমরা উল্টা ফিরিয়া যাইবে? আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরিয়া যাইবে সে আল্লাহ তায়ালার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদিগকে সওয়াব দান করিবেন।'

তোমাদের আশেপাশের আরবরা যাকাতের বকরী ও উট প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে। যদিও ইহারা আজ নিজেদের পূর্বেকার ধর্মের

www.BANGLAKITAB.com

দিকে ফিরিয়া গিয়াছে, তবে পূর্বেও তাহারা নিজেদের ধর্মের প্রতি এরূপই আগ্রহী ছিল, যেরূপ আজ তাহারা উহার প্রতি আগ্রহী। আর আজ যদিও তোমরা তোমাদের নবীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছ, তথাপি তোমরা আজও তোমাদের দ্বীনের উপর সেরূপই পরিপক্ক রহিয়াছ, যেরূপ তোমরা (তাঁহার উপস্থিতিতে) পরিপক্ক ছিলে। আর (যদিও তোমাদের নবী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু) তিনি তোমাদিগকে সেই আল্লাহর সোপর্দ করিয়া গিয়াছেন, যিনি সর্ববিষয়ে যথেষ্ট, সর্বপ্রথম, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বে-খবর পাইয়াছেন অতঃপর তাহাকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বলহীন পাইয়াছেন, অতঃপর তাহাকে সম্পদশালী করিয়াছেন। আর তোমরা আগুনের গর্তের কিনারায় ছিলে, তিনি তোমাদিগকে উহা (তে পতিত হওয়া) হইতে বাঁচাইয়াছেন। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর জন্য লড়াই করিব এবং এই লড়াই কখনও ছাড়িব না যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আপন ওয়াদাকে পূরণ করেন এবং আমাদের সহিত কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেন। আমাদের মধ্য হইতে যে মারা যাইবে সে শহীদ হইয়া জান্নাতে যাইবে। আর যে জীবিত থাকিবে সে আল্লাহ তায়ালার খলীফা হইয়া তাঁহার জমিনে তাঁহার ওয়ারিশ হইবে। আল্লাহ তায়ালা হককে মজবুত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার কথার খেলাফ হইতে পারে না, তিনি বলিয়াছেন—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ .....

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিতেছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন।'

অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যখন আরবের লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল এবং সমস্ত মুহাজিরীন একমত হইলেন, আর আমিও তাহাদের

মধ্যে ছিলাম (যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সহিত যুদ্ধ না করা হউক) তখন আমরা আরজ করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি লোকদেরকে এই ব্যাপারে ছাড়িয়া দিন যে, তাহারা নামায পড়িবে কিন্তু যাকাত দিবে না, কেননা যখন তাহাদের অন্তরে ঈমান ঢুকিয়া পড়িবে তখন তাহারা যাকাতও স্বীকার করিয়া লইবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যে জিনিসের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করিয়াছেন উহা আমি ছাড়িয়া দিব, ইহা অপেক্ষা আমার নিকট আসমান হইতে (জমিনের উপর) পড়িয়া যাওয়া অধিক প্রিয়। অতএব আমি তো এই ব্যাপারে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) (যাকাত অস্বীকার করার উপর) আরবদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাহারা পূর্ণ ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই একদিন ওমরের খান্দান (এর সারাজীবনের আমল) হইতে উত্তম। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন আরবের লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমরা নামায পড়িব, কিন্তু যাকাত দিব না।

আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি লোকদের মন জোগাইয়া চলুন ও তাহাদের সহিত নরম ব্যবহার করুন ; কারণ ইহারা জংলী জানোয়ার সমতুল্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমার নিকট সাহায্যের আশা করিয়াছিলাম, আর তুমি কিনা সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ। তুমি জাহিলিয়াতে তো বেশ শক্তিশালী ছিলে, আর ইসলামে আসিয়া দুর্বল হইয়া গিয়াছ। আমার কিসের ভয় যে, আমি মনগড়া কবিতা ও মিথ্যা যাদু দ্বারা এই (যাকাত অস্বীকারকারী) লোকদের

www.BANGLAKITAB.com

মন জোগাইব!' আফসোস! আফসোস! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন এবং ওহী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ আমার হাতে তরবারী ধারণের শক্তি আছে ততক্ষণ আমি অবশ্যই তাহাদের সহিত একটি রশি দিতে অস্বীকার করার উপরও জেহাদ করিব।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে আমার অপেক্ষা অধিক কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ও আপন সংকল্পে অধিক দৃঢ় পাইয়াছি। তিনি লোকদেরকে কাজের এমন উত্তম পন্থা ও আদব কায়দা শিক্ষা দিয়াছেন যে, যখন আমি খলীফা হইলাম তখন আমার জন্য লোকদের অনেক কঠিন কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে। (কান্য)

হযরত যাব্বা ইবনে মাহসান আনাযী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিলাম, আপনি হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে উত্তম। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক রাত ও একদিন ওমর ও ওমরের খান্দান (এর সারাজীবনের আমল) হইতে উত্তম। তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে তাহার সেই রাত্র ও দিন বলিয়া দেই? আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, তাহার সেই রাত্র হইল, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী হইতে পলায়ন করতঃ বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন আর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। অতঃপর হিজরতের সেই হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন যাহা হিজরতের অধ্যায়ে (৫৬৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। তারপর বলিলেন, আর তাহার সেই দিন হইল, যেইদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করিলেন, আর আরবের লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা নামায পড়িব কিন্তু যাকাত দিব না। আর কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা না নামায পড়িব, না যাকাত দিব। আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর

খেদমতে আসিলাম। হিতকামনায় আমার মনে কোন ত্রুটি ছিল না। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি লোকদেরকে আপন করুন। পরবর্তী অংশ পূর্বোল্লেখিত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

(মুনতাখাব কান্যুল উম্মাল)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার খলীফা হইলেন এবং আরবের লোকদের মধ্য হইতে যাহারা কাফের হইবার কাফের হইয়া গেল তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকর! আপনি লোকদের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সহিত যুদ্ধ করার হুকুম করা হইয়াছে যতক্ষণ না তাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। অতএব যে কেহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িয়া লইবে সে আমার নিকট হইতে নিজের জান ও মাল নিরাপদ করিয়া লইবে। অবশ্য তাহার জানমাল হইতে ইসলামের ওয়াজিব হকসমূহ উসুল করা হইবে এবং তাহার (অন্তর দ্বারা খাঁটিভাবে মুসলমান হওয়া না হওয়ার) হিসাব আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে থাকিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, না, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে আমি তাহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব, কেননা যাকাত মালের হক (যেমন নামায জানের হক)। আল্লাহর কসম, যদি তাহারা আমাকে সেই রশি দিতে অস্বীকার করে, যাহা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, তবে আমি সেই রশির জন্যও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তিনি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল যে, আল্লাহ তায়ালা (যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অন্তরকে খুলিয়া (অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া) দিয়াছেন। অতএব আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই হক। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় লশকর প্রেরণের এহতেমাম ও জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ

জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ বর্ণনা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, প্রত্যেক কাজের কিছু নিয়ম কানুন রহিয়াছে। যে উহা পালন করে তাহার জন্য উহা যথেষ্ট হয়। আর যে আল্লাহ আযযা ও জাল্লার জন্য আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবেন। তোমরা পরিপূর্ণ চেষ্টা মেহনত কর ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। কারণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন মানুষকে দ্রুত তাহার উদ্দিষ্টে পৌছাইয়া দেয়। মনোযোগ দিয়া শুন, যাহার ঈমান নাই তাহার দ্বীন নাই, আর যাহার সওয়াব হাসিলের নিয়ত নাই, তাহার জন্য (আল্লাহর পক্ষ হইতে) কোন সওয়াব নাই, আর যাহার নিয়ত (শুদ্ধ) নাই তাহার আমলের কোন দাম নাই। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহ তায়ালার কিতাবে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের এই পরিমাণ সওয়াব বলা হইয়াছে যে, সেই সওয়াবের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে জেহাদের জন্য ওয়াকফ হইয়া যাওয়ার আকাঙ্খা হওয়া চাই। জেহাদ সেই ব্যবসা যাহার কথা আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন এবং যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা (মুসলমানদিগকে) অপমান লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং যাহার সহিত আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া আখেরাতের সম্মান জুড়িয়া দিয়াছেন।

(মুখতাসার)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গী সাহাবাদের প্রতি চিঠি

ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, যখন তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ হইতে অবসর হইয়া সেখানেই অবস্থান করিতেছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে এই চিঠি লিখিলেন—

"এই চিঠি আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা আবু বকরের পক্ষ হইতে খালেদ ইবনে ওলীদ ও তাহার সঙ্গে অবস্থানরত মুহাজিরীন ও আনসার ও তাবেঈন সকলের প্রতি।— সালামুন আলাইকুম—

আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আম্মা বাদ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আপন ওয়াদাকে পূরণ করিয়াছেন এবং আপন বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন, আর আপন দোস্তকে ইজ্জত দান করিয়াছেন এবং আপন দুশমনকে বে-ইজ্জত করিয়াছেন এবং একাই সমস্ত শত্রু সৈন্যের উপর বিজয়ী হইয়াছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনিই (কোরআন শরীফে) বলিয়াছেন—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ .....

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের জন্য যে দ্বীনকে পছন্দ করিয়াছেন, উহাকে তাহাদের জন্য মজবুত করিয়া দিবেন।"

অতঃপর সম্পূর্ণ আয়াত লিখিয়াছেন। ইহা আল্লাহ তায়ালার এমন ওয়াদা যাহার খেলাফ হইতে পারে না এবং এমন কথা যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরয

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

অর্থ ঃ 'ফরয করা হইয়াছে তোমাদের উপর জেহাদ করা অথচ উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর।'

সম্পূর্ণ আয়াত লিখিয়াছেন। অতএব তোমরা সেই মেহনত ও আমল অবলম্বন কর যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য আপন ওয়াদাকে পূর্ণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর যে জেহাদ ফরয করিয়াছেন সেই ব্যাপারে তোমরা তাহার আনুগত্য কর। যদিও উহার জন্য তোমাদেরকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অনেক বড় মুসীবত উঠাইতে হয়, দূর দূরান্তের সফর করিতে হয় এবং জানমালের ক্ষতি বরদাশত করিতে হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বিরাট সওয়াবের তুলনায় এই সমস্ত কিছু অতি নগন্য।

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহম করুন। তোমরা হালকা হও, ভারী হও সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হও এবং আপন মাল ও জান লইয়া জেহাদ কর—এই বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ আয়াত লিখিয়াছেন। শুন, আমি খালেদ ইবনে ওলীদকে ইরাক যাওয়ার হুকুম দিয়াছি এবং তাহাকে বলিয়াছি যে, যতক্ষণ আমি না বলি ততক্ষণ যেন ইরাক হইতে আর কোথাও না যায়। তোমরাও সকলে তাহার সহিত ইরাক চলিয়া যাও এবং ইহাতে কোন রকম অলসতা করিও না। কারণ যে ব্যক্তি এই রাস্তায় নেক নিয়তে পূর্ণ আগ্রহের সহিত চলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বড় পুরস্কার দান করিবেন। তোমরা যখন ইরাক পৌঁছিবে তখন আমার হুকুম আসা পর্যন্ত সকলেই সেখানে অবস্থান করিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তোমাদের দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট হইয়া যান। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (বাইহাকী)

রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা খুযাঈ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এরাদা করিলেন তখন তিনি হযরত আলী, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ, হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) ও বদরে শরীক হইয়াছেন বা হন নাই এরূপ বড় বড় মুহাজির ও আনসারী সাহাবা (রাঃ)দেরকে ডাকিলেন। এই সকল সাহাবা (রাঃ) তাহার খেদমতে হাজির হইলেন। আমিও তাহাদের সহিত ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের সমস্ত আমল তাঁহার নেয়ামতের মোকাবেলা করিতে পারে না। অতএব সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য।

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কলেমাকে এক করিয়া দিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং শয়তানকে তোমাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন, এখন শয়তান আর এই আশা করে না যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে অথবা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও তোমরা মা'বুদ বানাইবে। অতএব আজ সমস্ত আরব এক মা–বাপের সন্তানের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। আমার এরাদা হইতেছে যে, আমি মুসলমানদেরকে রুমীদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়া পাঠাইয়া দেই। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং আপন কলেমাকে উন্নত করেন। আর ইহাতে মুসলমানগণ (শাহাদাত ও আজর ও সওয়াবের) অনেক বড় অংশ লাভ করিবে। কারণ তাহাদের মধ্য হইতে যে মারা যাইবে সে শহীদ হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে। আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট রহিয়াছে নেক লোকদের জন্য তাহা বহুগুণে উত্তম। আর যে জীবিত থাকিবে সে দ্বীনের খাতিরে প্রতিরোধ করিতে থাকিবে এবং

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মুজাহিদদের সওয়াব লাভ করিবে। ইহা তো আমার রায়। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ রায় বল।

হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন মাখলুক হইতে যাহাকে চাহেন বিশেষভাবে কোন কল্যাণ দান করেন। আল্লাহর কসম, যখনই কোন কল্যাণকর কাজে আমরা প্রতিযোগিতা করিয়াছি আপনি উহাতে অগ্রগামী হইয়াছেন। আর ইহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা দান করেন এবং আল্লাহ তায়ালা অতি অনুগ্রহশীল। আল্লাহর কসম, আমার অন্তরেও এই খেয়াল আসিয়াছিল। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই খেয়াল প্রকাশ করিব, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইহাই চাহিলেন যে, আপনিই প্রথম ইহা উত্থাপন করিবেন। আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনি একের পর এক ঘোড় সওয়ার বাহিনী প্রেরণ করিতে থাকুন এবং পদাতিক বাহিনীও প্রেরণ করিতে থাকুন। বাহিনীর পর বাহিনী প্রেরণ করিতে থাকুন। আল্লাহ তায়ালা তাহার দ্বীনকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদিগকে ইজ্জত দান করিবেন।

অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! ইহারা রোমবাসী এবং বনুল আসকার, ইহারা অত্যন্ত ধারালো লোহা ও মজবুত স্তম্ভের ন্যায়। আমি ইহা কোনক্রমেই সমুচিত মনে করি না যে, চিন্তা ভাবনা না করিয়াই আমরা সকলেই একদম তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ি। বরং আমার রায় এই যে, আমরা একদল ঘোড় সওয়ার সৈন্য প্রেরণ করি, যাহারা তাহাদের দেশের দূরবর্তী সীমান্ত এলাকাগুলিতে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। এরূপ কয়েকবার করার দ্বারা তাহারা রুমীদের যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারিবে এবং তাহাদের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিও দখল করিয়া লইবে। এইভাবে রুমীরা তাহাদের দুশমন অর্থাৎ মুসলমানদের মোকাবেলায় ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িবে। তারপর

আপনি লোক পাঠাইয়া ইয়ামান, রবীআহ ও মুদার গোত্রের শেষ প্রান্তের মুসলমানদিগকে আপনার নিকট সমবেত করুন। অতঃপর আপনি যদি সমুচিত মনে করেন তবে এই বাহিনী লইয়া আপনি স্বয়ং রুমীদের উপর আক্রমণ করুন অথবা তাহাদিগকে কাহারো নেতৃত্বে পাঠাইয়া দিন। (আর আপনি মদীনাতে অবস্থান করুন।) এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) চুপ হইয়া গেলেন। অবশিষ্ট লোকেরাও চুপ করিয়া রহিলেন।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) পুনরায় বলিলেন, আপনাদের কি রায়? তখন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আপনি এই দ্বীনে ইসলাম ওয়ালাদের বড় হিতাকাংখী ও তাহাদের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল। আপনার রায় অনুসারে আপনি যখন সাধারণ মুসলমানদের জন্য ফায়েদা মনে করিতেছেন তখন আপনি বিনা দ্বিধায় উহার উপর আমল করুন, কারণ আপনার ব্যাপারে আমাদের কাহারো কোন খারাপ ধারণা নাই। হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সা'দ, হযরত আবু ওবায়দাহ, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য উপস্থিত মুহাজির ও আনসারগণ (রাঃ) সকলেই বলিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন। আপনি যে কোন রায় চিন্তা করিয়াছেন উহার উপর আমল করুন। আমরা আপনার বিরোধিতা করিব না এবং আপনাকে কোনরূপ দোষারোপও করিব না। তাহারা এই ধরনের আরো অনেক কথা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) লোকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নিশ্চুপ ছিলেন। তিনি এখনও কোন কথা বলেন নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল হাসান, আপনার কি রায়?

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আপনি যদি স্বয়ং তাহাদের দিকে যান অথবা অন্য কাহাকেও সেইদিকে প্রেরণ করেন তবে ইনশাআল্লাহ আপনি তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন ও সফলকাম হইবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা

www.BANGLAKITAB.com

আপনাকে কল্যাণের শুভ সংবাদ দান করুন, আপনি ইহা কিভাবে জানিতে পারিলেন (যে, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও সফলকাম হইব)? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এই দ্বীন তাহার দুশমনদের উপর বিজয়ী হইতে থাকিবে। অবশেষে এই দ্বীন মজবুত হইয়া দাঁড়াইবে ও এই দ্বীনওয়ালাগণ বিজয় লাভ করিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! এই হাদীস কতই না উত্তম! আপনি আমাকে এই হাদীস শুনাইয়া আনন্দিত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সর্বদা আনন্দিত রাখুন।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পাঠ করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ইসলামের নেয়ামত দান করিয়াছেন এবং জেহাদের হুকুম দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, আর এই দ্বীন দান করিয়া তোমাদিগকে সকল দ্বীনের উপর ফযীলত দিয়াছেন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! সিরিয়ায় যাইয়া রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাদের জন্য অনেক আমীর নিযুক্ত করিব, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ঝাণ্ডা বাঁধিয়া দিব। তোমরা আপন রবের হুকুম মান্য কর এবং তোমাদের আমীরদের বিরোধিতা করিও না। তোমাদের নিয়ত ও খানাপিনা ঠিক রাখ। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং প্রত্যেক নেক কাজকে উত্তমরূপে আদায় করে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই বয়ান শুনিয়া লোকজন চুপ করিয়া রহিলেন। আল্লাহর কসম, তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দাওয়াতকে গ্রহণ করিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ, তোমাদের কি হইল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খলীফার দাওয়াতকে গ্রহণ করিতেছ

না? অথচ তিনি তোমাদিগকে এমন জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন যাহার উপর তোমাদের জীবন নির্ভর করে। যদি বিনা কষ্টে গনীমতের মাল লাভের আশা হইত বা সহজ সফর হইত তবে তোমরা দ্রুত গ্রহণ করিয়া লইতে। (এইখানে হযরত ওমর (রাঃ) সেই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন যাহা আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে মোনাফেকদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন।) এই কথার পর হযরত আমর ইবনে সাঈদ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি আমাদের ব্যাপারে মোনাফেকদের দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছ! যে বিষয়ে আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতেছ, সে বিষয়ে তুমি নিজেকে কেন সর্বাগ্রে পেশ করিলে না? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ভাল করিয়া জানেন যে, তিনি যদি আমাকে দাওয়াত দেন তবে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিব এবং তিনি যদি আমাকে জেহাদে প্রেরণ করেন তবে অবশ্যই আমি যাইব। হযরত আমর ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আমরা যদি জেহাদে যাই তবে তোমাদের কারণে যাইব না, বরং আল্লাহর জন্য যাইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তৌফিক দান করুন, তুমি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছ।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি বসিয়া যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। তুমি ওমরের যে কথা শুনিয়াছ, উহা দ্বারা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া বা ধমকানো তাহার উদ্দেশ্য নয়। বরং তাহার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা অলসতা করিয়া জমিনের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করা। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা ঠিক বলিয়াছেন। হে আমার ভাই (আমর ইবনে সাঈদ) তুমি বসিয়া যাও। তিনি বসিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন,

www.BANGLAKITAB.com

যাহাতে এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর প্রবল করিয়া দেন, মুশরিকরা উহা যতই অপছন্দ করুক না কেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন ওয়াদাকে পালন করেন এবং আপন ওয়াদাকে প্রকাশ ও প্রবল করেন, আপন দুশমনকে ধ্বংস করেন। আমরা না আপনার বিরোধিতা করিব, আর না আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ রহিয়াছে। আপনি অত্যন্ত হিতাকাঙ্খী ও স্নেহশীল শাসনকর্তা। আপনি আমাদিগকে যখনই বাহির হইতে বলিবেন আমরা তখনই বাহির হইয়া পড়িব এবং আপনি যখনই আমাদিগকে কোন হুকুম দিবেন আমরা তখনই তাহা পালন করিব।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)এর কথায় অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, হে ভাই ও বন্ধু, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তুমি নিজ আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, সওয়াবের নিয়তে হিজরত করিয়াছ, তুমি আপন দ্বীন লইয়া কাফেরদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছ, যাহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার কলেমা বুলন্দ হইয়া যায়। তুমিই লোকদের আমীর হইবে। তুমি চল—আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া (সফরের) প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে বলিলেন, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, হে লোকসকল, রুমীদের সহিত জেহাদের জন্য সিরিয়ায় চল। লোকেরা ইহাই মনে করিতেছিল যে, তাহাদের আমীর হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)। তাহার আমীর হওয়ার ব্যাপারে কাহারো সন্দেহ ছিল না। হযরত খালেদ (রাঃ) সর্বপ্রথম প্রস্তুত হইয়া ছাউনীতে পৌছিয়া গেলেন। তারপর দশ বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ও একশতজন করিয়া দলে দলে লোকজন ছাউনীতে সমবেত হইতে লাগিল। এইভাবে বহুলোক সমবেত হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া

ছাউনীতে আসিলেন। সেখানে পৌছিয়া তিনি মুসলমানদের বেশ ভাল সংখ্যা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এই সংখ্যাকে যথেষ্ট মনে করিলেন না। সুতরাং নিজের সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যদি আমি এই স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদেরকে পাঠাইয়া দেই তবে তোমরা কি মনে কর? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, রুমী—বনুল আসফারদের বিরুদ্ধে এই সংখ্যাকে আমি যথেষ্ট মনে করি না। হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি রায়? তাহারা বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন আমাদেরও একই রায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি ইয়ামানবাসীদেরকে জেহাদের দাওয়াত ও উহার সওয়াবের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া চিঠি লিখিব? সমস্ত সাহাবা (রাঃ) ইহাকে ভাল মনে করিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, জ্বি হাঁ, আপনি আপনার রায়ের উপর আমল করুন। অতএব তিনি এই চিঠি লিখিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার পক্ষ হইতে ইয়ামানের ঐ সমস্ত মুমিন ও মুসলমানদের নিকট এই চিঠি, যাহাদের সম্মুখে আমার এই চিঠি পাঠ করা হইবে। সালামুন আলাইকুম, আমি তোমাদের নিকট সেই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আম্মা বাদ, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরয করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে হালকা হউক, ভারী হউক, সর্বাবস্থায় বাহির হওয়ার হুকুম দিয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় মাল ও জান লইয়া জেহাদ করার হুকুম দিয়াছেন। জেহাদ একটি আল্লাহ তায়ালার ফরযকৃত হুকুম যাহার সওয়াব আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বিরাট।

আমরা মুসলমানদেরকে রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য সিরিয়ায় যাওয়ার জন্য বলিয়াছি। তাহারা উহার জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এই কাজে তাহাদের নিয়তও অতি উত্তম হইয়াছে (যে, তাহারা

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাইতেছে) এবং (এই জেহাদের সফরে) তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে অনেক বড় সওয়াবের আশা করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ, যেমন এখানকার মুসলমানগণ অতি তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে, তোমরাও অতি তাড়াতাড়ি (এই সফরের জন্য) প্রস্তুত হইয়া যাও। আর এই সফরে তোমাদের নিয়তও ঠিক হওয়া চাই। তোমরা দুইটি লাভের মধ্যে একটি তো অবশ্যই পাইবে—শাহাদাত অথবা বিজয় ও গনীমতের মাল। আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণের আমল ব্যতীত শুধু কথার উপর সন্তুষ্ট নহেন। আল্লাহ তায়ালার দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না তাহারা দ্বীনে হককে গ্রহণ করিয়া লইবে এবং আল্লাহ তায়ালার কিতাবের ফয়সালাকে মানিয়া লইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বীনকে হেফাজত করুন এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের আমলসমূহকে পবিত্র করুন এবং তোমাদিগকে দৃঢ়পদ হইয়া জেহাদকারী মুহাজিরদের সওয়াব দান করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এই চিঠি দিয়া হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইলেন। (কানয)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হাবশার জামাত রওয়ানা করিলেন তখন তিনি তাহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে সিরিয়ায় যাওয়ার হুকুম দিলেন। আর তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সিরিয়ায় বিজয় দান করিবেন এবং তাহারা সেখানে মসজিদসমূহ বানাইবে। অতএব এই সংবাদ যেন না আসে যে, তোমরা সেখানে খেলতামাশার জন্য গিয়াছ। সিরিয়ায় নেয়ামতের প্রাচুর্য রহিয়াছে। সেখানে তোমরা খুব খাওয়া দাওয়ার জিনিস পাইবে, কাজেই অহংকার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। (কারণ খাওয়া দাওয়া ও মালের প্রাচুর্য মানুষকে অহংকারী বানাইয়া দেয়) কা'বার রবের কসম, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই

অহংকার সৃষ্টি হইবে এবংতোমরা অবশ্যই দম্ভ করিবে। মন দিয়া শোন, আমি তোমাদিগকে দশটি নসীহত করিতেছি, উহাকে স্মরণ রাখ—কখনও কোন বৃদ্ধকে কতল করিও না। অতঃপর বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (কানয)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর জেহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও এই ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করা

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত মুসান্না ইবনে হারেসা (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, হে লোকেরা, পারস্যের দিকে যাওয়াকে তোমরা কঠিন ও ভারী কাজ মনে করিও না। আমরা পারস্যের শস্যশ্যামল এলাকা দখল করিয়া লইয়াছি এবং ইরাকের দুই অংশের উত্তম অংশে আমরা তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছি। আমরা তাহাদের নিকট হইতে দেশের অর্ধেক কব্জা করিয়া লইয়াছি এবং তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছি। আমাদের লোকেরা তাহাদের উপর সাহসী হইয়া গিয়াছে। দেশের বাকি অংশও ইনশাআল্লাহ আমাদের হইয়া যাইবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হেজাযের জমিন তোমাদের আসল থাকার জায়গা নয়, এখানে তো তোমরা যেখানে ঘাস পাও সেখানে যাইয়া কিছুদিন অবস্থান কর। আর হেজাযের লোকদের জন্য এইভাবে জীবনযাপন করা ব্যতীত উপায়ও নাই। কোথায় সেই সকল মুহাজিরগণ যাহারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য বলামাত্রই দৌড়াইয়া আসিত, তাহারা আজ আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা হইতে কোথায় দূরে পড়িয়া আছে? তোমরা সেই এলাকার দিকে জেহাদের জন্য চল, যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কিতাবে তোমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদেরকে উহার মালিক বানাইবেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ 'যাহাতে আল্লাহ তায়ালা আপন দ্বীনকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রবল করিয়া দেন।'

আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আপন দ্বীনকে বিজায়ী করিবেন এবং তাহার সাহায্যকারীকে ইজ্জত দান করিবেন এবং আপন দ্বীনওয়ালাদেরকে সমস্ত জাতির সম্পত্তির ওয়ারিস বানাইবেন। আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাগণ কোথায়? এই দাওয়াতের উপর সর্বপ্রথম হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রস্তুত হইলেন। তারপর হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ অথবা সালীত ইবনে কায়েস (রাঃ) প্রস্তুত হইলেন। (এইভাবে এক এক করিয়া অনেক বিরাট বাহিনী তৈয়ার হইয়া গেল।) যখন ইহারা সকলে জমা হইলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ)কে বলা হইল যে, মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হইতে কোন একজন পুরানোকে ইহাদের আমীর বানাইয়া দিন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, (আজ) আমি এরূপ করিব না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এইজন্য উন্নত করিয়াছিলেন যে, তোমরা প্রত্যেক নেক কাজে অগ্রগামী হইতে এবং দুশমনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে। অতএব যখন তোমরা কাপুরুষ হইয়া গিয়াছ এবং দুশমনের সহিত মোকাবেলাকে অপছন্দ করিয়াছ তখন তোমাদের মধ্যে আমীর হওয়ার অধিক উপযুক্ত সেই ব্যক্তি হইবে, যে দুশমনের দিকে যাইতে অগ্রগামী হইবে ও সর্বাগ্রে দাওয়াতকে কবুল করিবে। আল্লাহর কসম, আমি ইহাদের আমীর তাহাকেই বানাইব যে সর্বাগ্রে (আমার দাওয়াতে) সাড়া দিয়াছে।

অতঃপর হযরত আবু ওবায়েদ, সালীত ও সা'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা দুইজন যদি সাড়া দিতে (আবু ওবায়েদ অপেক্ষা) অগ্রগামী হইতে তবে আমি তোমাদের দুইজনকে আমীর বানাইয়া দিতাম। পুরানো হওয়ার গুণতো তোমাদের মধ্যে ছিলই, তদুপরি তোমরা আমীরও হইতে পারিতে। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ)কে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং

তাহাকে বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের কথা শুনিবে এবং তাহাদিগকে পরামর্শে শরীক করিবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যাপারে যাচাই করিয়া নিশ্চিন্ত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজে তাড়াহুড়া করিবে না। কেননা ইহা যুদ্ধ, এই কাজে সেই সঠিকভাবে চলিতে পারে যে শান্ত, ধীর ও সুযোগ বুঝিতে পারে, আর যে ইহা জানে যে, কখন আক্রমণ করিতে হইবে, আর কখন ক্ষ্যান্ত হইতে হইবে।

শা'বী (রহঃ) হইতে উক্ত হাদীসে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)কে বলা হইল, এই বাহিনীর আমীর এমন ব্যক্তিকে বানাইয়া দিন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সোহবত লাভ করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, পুরাতন সাহাবাদের ফযীলত এইজন্য ছিল যে, তাহারা দুশমনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেন এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকারকারীদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইতেন। এখন যদি আর কেহ তাহাদের এই বিশেষ গুণের অধিকারী হয় এবং তাহাদের মত কাজ করিতে আরম্ভ করে, আর (পুরাতন) সাহাবারা অলস ও ঢিলা হইয়া যায় তখন হালকা হউক, ভারী হউক—সর্বাবস্থায় যাহারা বাহির হইবে তাহারা সাহাবাদের অপেক্ষা আমীর হওয়ার অধিক হকদার হইয়া যাইবে। এইজন্য আল্লাহর কসম, আমি ইহাদের আমীর সেই ব্যক্তিকে বানাইব যে সর্বাগ্রে এই দাওয়াতে সাড়া দিয়াছে। অতএব হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ)কে আমীর বানাইলেন এবং তাহাকে বাহিনী সম্পর্কে নসীহত করিলেন। (তাবারী)

পারস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)এর শাহাদাতের ও কিসরার বংশের কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পারস্যবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যে (জেহাদের) ঘোষণা দিলেন (যেন সকলেই মদীনার বাহিরে সিরার নামক স্থানে সমবেত হন)। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মদীনা হইতে বাহির হইয়া সিরারে পৌঁছিলেন এবং হযরত তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)কে আ'ওয়াস নামক স্থান পর্যন্ত আগে পাঠাইয়া দিলেন। সৈন্য শ্রেণীর ডান বাহুর উপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে ও বাম বাহুর উপর হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)কে (আমীর) নিযুক্ত করিলেন। হযরত আলী (রাঃ)কে মদীনায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করিলেন। তারপর স্বয়ং তাঁহার পারস্য যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে লোকদের সহিত পরামর্শ করিলেন। লোকেরা সকলেই তাঁহাকে পারস্য যুদ্ধে যাওয়ার পরামর্শ দিল। তিনি সিরার পৌঁছার পূর্বে এই ব্যাপারে কোন পরামর্শ করেন নাই। ইতিমধ্যে হযরত তালহা (রাঃ)ও (আ'ওয়াস হইতে) ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) আহলে শুরার সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত তালহা (রাঃ)ও সাধারণ লোকদের ন্যায় (তাহাকে পারস্যযুদ্ধে যাওয়ার) পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহারা হযরত ওমর (রাঃ)কে পারস্য যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দিনের পূর্বে বা পরে আর কাহারো জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হউক—এই কথা বলি নাই। (শুধু এই দিন হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য এই কথা বলিয়াছি।) সুতরাং আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি এই কাজ আমার দায়িত্বে দিয়া দিন এবং নিজে মদীনায় অবস্থান করিয়া সৈন্য বাহিনী রওয়ানা করুন। আমি আজ পর্যন্ত ইহাই দেখিয়া আসিতেছি যে, সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা আপনার বাহিনীর পক্ষেই হইয়াছে। আপনার বাহিনীর পরাজয় স্বয়ং আপনার পরাজয়ের সমতুল্য (ক্ষতিকর) নয়। কারণ শুরুতেই যদি আপনি শহীদ হইয়া যান বা আপনার পরাজয় হয় তবে আমার ভয় হয় যে,

মুসলমানগণ চিরদিনের জন্য আল্লাহু আকবার বলা ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেওয়া ছাড়িয়া দিবে। (কারণ তাহারা হিম্মত হারাইয়া ফেলিবে। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর পরামর্শকে গ্রহণ করিলেন এবং নিজে মদীনায় অবস্থান করার ফয়সালা করিলেন।) আর (এই বাহিনীর আমীর হওয়ার উপযুক্ত) লোকের তালাশে রহিলেন। ইতিমধ্যে পরামর্শের পরপরই হযরত সা'দ (রাঃ)এর চিঠি আসিল। তিনি নাজ্‌দ এলাকার সদকা উসুল করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে (আমীর বানাইবার উপযুক্ত) কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পরামর্শ দাও। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আমি আমীর হওয়ার উপযুক্ত লোক পাইয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, তিনি শক্তিশালী পাঞ্জাওয়ালা সিংহ—হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাঃ)। সমস্ত আহলে শুরা হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর রায়ের সহিত একমত হইলেন। (তাবারী)

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর জেহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোকেরা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম, যাহা এ যাবৎ আমি গোপন রাখিয়াছি যেন (এই হাদীসে বর্ণিত জেহাদের অত্যাধিক ফযীলত শুনিয়া) তোমরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া না যাও। কিন্তু এখন আমার মনে হইল যে, সেই হাদীস তোমাদিগকে শুনাইয়া দেই যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য (মদীনায় আমার নিকট থাকা বা জেহাদে যাওয়া) যাহা ভাল মনে করে অবলম্বন করিতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে

www.BANGLAKITAB.com

শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন সীমান্ত হেফাজতের জন্য পাহারা দেওয়া বাড়ীঘরে হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম। (ইমাম আহমদ)

হযরত মুসআব ইবনে সাবেত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) আপন মিম্বারের উপর বয়ান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, হে লোকেরা, আজ আমি তোমাদিগকে এমন এক হাদীস শুনাইব যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি। আমি এযাবৎ উহা তোমাদিগকে শুধু এইজন্য শুনাই নাই যে, আমি চাহিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার নিকট থাক (আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া না যাও)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একরাত পাহারা দেওয়া এরূপ হাজার রাত্রি হইতে উত্তম যাহাতে দাঁড়াইয়া সারারাত্র আল্লাহ তায়ালার এবাদত করা হয় এবং দিনে রোযা রাখা হয়।

(ইমাম আহমাদ)

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর জেহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান

হযরত যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তিনি যাহাকে ছিন্ন করেন তাহাকে কেহ জুড়িতে পারে না, আর তিনি যাহাকে জুড়েন তাহাকে সমস্ত ছিন্নকারী মিলিয়াও ছিন্ন করিতে পারে না। যদি আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তবে তাহার মাখলুকের মধ্য হইতে দুইজনের মধ্যে বিরোধ হইত না, আর না পুরা উম্মতের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া ঝগড়া হইত। আর না কম মর্যাদার লোক উচ্চ মর্যাদাবান লোকের মর্যাদাকে অস্বীকার করিত। তকদীরই আমাদের ও তাহাদেরকে (অর্থাৎ আমাদের প্রতিপক্ষকে) এইখানে টানিয়া আনিয়া একত্রিত করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেক কথাকে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, যদি আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তবে

দুনিয়াতেই জলদি শাস্তি দিয়া দিতেন। যাহাতে এমন পরিবর্তন আসিয়া যাইত যে, আল্লাহ তায়ালা জালেমের ভ্রান্ত হওয়াকে প্রকাশ করিয়া দিতেন এবং ইহা পরিস্কার করিয়া দিতেন হক কোথায়? কিন্তু আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে আমল করার স্থান বানাইয়াছেন এবং আখেরাতকে নিজের কাছে চিরস্থায়ী নিবাস বানাইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى.

অর্থ ঃ পরিণামে যাহারা মন্দ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিফল প্রদান করিবেন, আর যাহারা ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের নেক কাজের বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন।

মনোযোগ দিয়া শুন, আগামীকল্য তাহাদের সহিত তোমাদের মোকাবেলা হইবে। অতএব রাত্রে (নামাযের মধ্যে) কেয়ামকে দীর্ঘ কর, অধিক পরিমাণে কোরআনের তেলাওয়াত কর, আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য ও ধৈর্যের তৌফিক চাও। আর তাহাদের মোকাবেলায় পূর্ণশক্তি ব্যয় করিও, সতর্কতা অবলম্বন করিও এবং সত্যবাদী ও দৃঢ়পদ থাকিও। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। (তাবারী)

সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু আমরাহ আনসারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিফফীনের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) লোকদেরকে উৎসাহ দিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা বলিয়াছেন যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে বাঁচাইবে এবং তোমাদিগকে কল্যাণের নিকটবর্তী করিয়া দিবে। সেই ব্যবসা হইল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনা ও আল্লাহ তায়ালার

BANGLAKITAB.com

রাস্তায় জেহাদ করা। ইহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং জান্নাতে আদনে উত্তম মহলসমূহ দান করিবেন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোকদেরকে মহব্বত করেন যাহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এমনভাবে সারিবদ্ধ হইয়া লড়াই করে যেন সীসা ঢালা দেয়াল। অতএব তোমরা নিজেদের কাতারকে এরূপ সোজা করিবে যেমন সীসা ঢালা দেয়াল হইয়া থাকে। আর যাহারা বর্ম পরিহিত তাহাদিগকে সামনে রাখিবে এবং যাহারা বর্ম পরিধান করে নাই তাহাদিগকে পিছনে রাখিবে এবং অটল ও দৃঢ়পদ থাকিবে। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ খোতবা উল্লেখ করিয়াছেন।

খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান

আবুল ওদ্দাক হামদানী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন (কুফার নিকটবর্তী) নুখাইলাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন এবং খারিজীদের পক্ষ হইতে (আপোষের ব্যাপারে) নিরাশ হইয়া গেলেন তখন দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের ব্যাপারে (দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে) নরম হইয়া গিয়াছে সে ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা যদি তাহাকে আপন অনুগ্রহে বাঁচান তবেই সে বাঁচিতে পারে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর। ঐ সমস্ত লোকদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা আল্লাহর সহিত শত্রুতা করে, এবং আল্লাহ তায়ালার নূরকে নিভাইবার চেষ্টা করে, যাহারা গুনাহগার, পথভ্রষ্ট, জালিম ও অপরাধী। তাহারা না কোরআন পাঠকারী, না দ্বীনের কোন বুঝ রাখে, আর না তাহাদের নিকট তফসীরের এলেম রহিয়াছে, আর না তাহারা ইসলামে অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে এই (খেলাফতের) বিষয়ের উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, যদি তাহাদিগকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় তবে তাহারা তোমাদের সহিত কিসরা ও হেরাকলের ন্যায় ব্যবহার করিবে। অতএব তোমরা

তোমাদের পশ্চিমা শত্রুদের সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমরা তোমাদের বসরাবাসী ভাইদের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইয়াছি যে, তাহারা যেন তোমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। যখন তাহারা আসিয়া পড়িবে এবং তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া যাইবে তখন আমরা ইনশাআল্লাহ (খারিজীদের মোকাবেলার জন্য) বাহির হইয়া পড়িব। ওলা-হাওলা ওলা-কুউয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

হযরত আলী (রাঃ)এর খোত্বা

যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বয়ানে বলিলেন, হে লোকেরা, সেই দুশমনের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর যাহাদের সহিত জেহাদ করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ হইবে এবং তাঁহার নিকট উচ্চ মর্যাদা মিলিবে। ইহারা হকের ব্যাপারে দিশাহারা, আল্লাহর কিতাব হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে, দ্বীন হইতে দূরে পড়িয়া আছে, অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছে এবং গোমরাহীর গর্তে উল্টাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা তাহাদের (মোকাবেলার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও প্রতিপালিত ঘোড়া দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ এবং আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা কর। আল্লাহ তায়ালাই কার্যসম্পাদনকারী হিসাবে যথেষ্ট এবং আল্লাহ তায়ালাই সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

হযরত যায়েদ (রহঃ) বলেন, লোকেরা না কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিল, আর না বাহির হইল। হযরত আলী (রাঃ) তাহাদিগকে কিছু দিন ছাড়িয়া রাখিলেন। (কিছুই বলিলেন না।) অবশেষে তিনি যখন তাহাদের কিছু করার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন তখন তাহাদের গণ্যমান্য ও সর্দারদের ডাকিয়া রায় জানিতে চাহিলেন এবং তাহাদের দেরী করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ তো রোগ বিমারীর ওজর পেশ করিল আর কেহ তাহার বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলিল। অল্পসংখ্যক লোক খুশীমনে যাইতে প্রস্তুত হইল। অতএব হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের মধ্যে বয়ানের

www.BANGLAKITAB.com

উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমাদের কি হইল যে, আমি যখন তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার জন্য আদেশ করি তখন তোমরা ভারি হইয়া জমিনের সহিত লাগিয়া থাক? তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার যিন্দেগীর উপর এবং ইজ্জতের পরিবর্তে বে-ইজ্জতির উপর সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছ? কি হইল? আমি যখনই তোমাদিগকে জেহাদের জন্য আহবান করি তখনই তোমাদের চক্ষু এমনভাবে ঘুরপাক খাইতে থাকে যেন তোমাদিগকে মৃত্যুর বেহুশীতে ধরিয়াছে এবং এমন মনে হয় যেন তোমাদের অন্তরগুলি এমন উদভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে যে, তোমরা কিছুই বুঝিতে পার না এবং তোমাদের চক্ষু এমন অন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তোমরা কিছুই দেখিতে পাও না। আল্লাহর কসম, যখন আরাম আয়েশের সময় হয় তখন তোমরা শারা জঙ্গলের সিংহের ন্যায় বাহাদুর হইয়া যাও, আর যখন তোমাদিগকে যুদ্ধের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা ধূর্ত শৃগালের ন্যায় হইয়া যাও। তোমাদের উপর হইতে চিরদিনের জন্য আমার আস্থা উঠিয়া গিয়াছে। তোমরা এমন ঘোড়সওয়ার নও যে, তোমাদেরকে লইয়া কাহারো উপর আক্রমণ করা যায়। আর তোমরা এমন সম্মানের অধিকারী নও যে, তোমাদের নিকট আশ্রয় লওয়া যায়।

আল্লাহর কসম, তোমরা যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত দুর্বল এবং একেবারেই অকেজো। তোমাদের বিরুদ্ধে দুশমনের সমস্ত কৌশল সফল হয়, কিন্তু তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে কোন কৌশল করিতে পার না। তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা হইতেছে, কিন্তু তোমরা একে অপরকে বাঁচাও না। তোমাদের দুশমন ঘুমায় না, কিন্তু তোমরা বেখবর পড়িয়া আছ। যুদ্ধবাজ মানুষ জাগ্রত ও ধীমান হইয়া থাকে। আর যে নত হইয়া সন্ধি করে সে লাঞ্ছিত হয়। পরস্পর বিরোধকারীগণ পরাজিত হয়। আর যে পরাজিত হয় তাহাকে দাবাইয়া রাখা হয় এবং তাহার সবকিছু ছিনাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর বলিলেন, আম্মাবাদ, তোমাদের উপর আমার হক রহিয়াছে এবং আমার উপর তোমাদের হক রহিয়াছে। আমার উপর

তোমাদের হক এই যে, যতক্ষণ আমি তোমাদের সহিত থাকিব তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতে থাকিব এবং তোমাদের গনীমতের মাল বৃদ্ধি করিতে থাকিব। তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে থাকিব যেন তোমরা অজ্ঞ না থাক এবং তোমাদিগকে আদব ও আখলাক শিখাইতে থাকিব যাহাতে তোমরা শিখিয়া যাও। আর তোমাদের উপর আমার হক এই যে, তোমরা আমার বাইআতকে পূর্ণ কর। আমার সামনে ও পিছনে আমার হিতাকাঙ্খী হইয়া থাক। আমি যখন তোমাদিগকে আহবান করি তখন তোমরা আমার আহবানে সাড়া দাও। যখন আমি তোমাদিগকে কোন আদেশ করি তখন তোমরা তাহা পালন কর। আর যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত মঙ্গল চাহিয়া থাকেন তবে তোমরা সেই কাজকে পরিত্যাগ কর যাহা আমি অপছন্দ করি এবং সেই কাজের দিকে ফিরিয়া আস যাহা আমি পছন্দ করি। এইভাবে তোমরা যাহা চাহ তাহা পাইয়া যাইবে এবং যে জিনিসের আশা করিয়াছ তাহা তোমরা লাভ করিতে পারিবে। (তাবারী)

হাওশাব হিময়ারীর আহবান ও হযরত আলী (রাঃ)এর জবাব

আবদুল ওয়াহেদ দিমাশকী (রহঃ) বলেন, সিফফীনের যুদ্ধের দিন হাওশাব হিময়ারী হযরত আলী (রাঃ)কে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'হে আবু তালেবের বেটা, আপনি আমাদের এখান হইতে চলিয়া যান। আমরা আপনাকে আমাদের ও আপনার রক্তের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার দোহাই দিতেছি (যে, আপনি যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন)। আমরা আপনার জন্য ইরাক ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি আমাদের জন্য সিরিয়া ছাড়িয়া দিন এবং এইভাবে মুসলমানদের রক্তের হেফাজত করুন।' হযরত আলী (রাঃ) (জবাবে) বলিলেন, হে উম্মে সুলাইমের বেটা, ইহা কিভাবে হইতে পারে? আল্লাহর কসম, যদি আমার জানা থাকিত যে, আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বনের সুযোগ আছে তবে আমি অবশ্য তাহা করিতাম। আর আমার মুশকিল

www.BANGLAKITAB.com

আসান হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইহার উপর সন্তুষ্ট নহেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী হয় তখন কোরআন ওয়ালাগণ উহাকে প্রতিহত করার ও আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জেহাদ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকে বা নমনীয়তা অবলম্বন করে। (ইস্তিআব)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত মুহাম্মাদ, হযরত তালহা ও হযরত যিয়াদ (রাঃ) বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বয়ান করিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সত্য, বাদশাহীতে তাঁহার কোন অংশীদার নাই, তাঁহার কোন কথার খেলাপ হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ .

অর্থ ঃ 'আর আমি যাবূরে নসীহতের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, এই জমিনের মালিক আমার নেক বান্দাগণ হইবে।'

এই জমিন তোমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, তোমাদের রব তোমাদিগকে ইহা দান করার ওয়াদা করিয়াছেন এবং তিন বৎসর যাবৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ইহা ব্যবহার করার সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা নিজেরাও ইহা হইতে খাইতেছ এবং অন্যদেরকেও খাওয়াইতেছ। আর এখানকার অধিবাসীদেরকে কতল করিতেছ এবং তাহাদের মালসম্পদ সংগ্রহ করিতেছ এবং অদ্যাবধি তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বন্দী করিতেছ। মোটকথা বিগত যুদ্ধগুলিতে তোমাদের বীরপুরুষগণ তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। এখন তোমাদের সম্মুখে তাহাদের এই বিরাট বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা

আরবের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত লোক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই আপন গোত্রের উত্তম ব্যক্তি, তোমাদের পিছনে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের ইজ্জত সম্মান তোমাদের সহিত সম্পৃক্ত। যদি তোমরা দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহশীল হও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই দান করিবেন। আর দুশমনের সহিত লড়াই কাহাকেও মৃত্যুর নিকটবর্তী করিয়া দেয় না। যদি তোমরা কাপুরুষ হও, আর দুর্বলতা প্রকাশ কর তবে তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা নিজেদের আখেরাতকে বরবাদ করিবে।

অতঃপর হযরত আসেম ইবনে আমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই ইরাক সেই এলাকা যাহার অধিবাসীদের উপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে বিজয় দিয়াছেন। তিন বৎসর যাবৎ তোমরা তাহাদের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করিয়াছ তাহারা তোমাদের এই পরিমাণ ক্ষতি করিতে পারে নাই, তোমরাই বিজয়ী, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত আছেন। যদি তোমরা দৃঢ়পদ থাক এবং সঠিকভাবে তরবারী ও বর্শার আঘাত হান তবে তাহাদের মালসম্পদ, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং তাহাদের এলাকা সমস্তই তোমরা পাইয়া যাইবে। আর যদি তোমরা দুর্বলতা প্রকাশ কর কাপুরুষতা দেখাও—আল্লাহ তোমাদিগকে এই সব বিষয় হইতে হেফাজত করুন—তবে এই শত্রুসৈন্যরা তোমাদের মধ্য হইতে একজনকেও এই আশংকার কারণে জীবিত ছাড়িবে না যে, তোমরা পুনরায় হামলা করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। বিগত যুদ্ধগুলিকে এবং সেই সমস্ত যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উহাকে স্মরণ কর। তোমরা কি দেখ না, তোমাদের পিছনে তো শুধু আরবের শূন্য–মরুপ্রান্তর। না সেখানে এমন ছায়াঘেরা স্থান আছে, যাহাতে আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে ; আর না এমন কোন আশ্রয়স্থল আছে যেখানে নিজের হেফাজত করা যাইতে পারে। তোমরা আখেরাতকে আপন উদ্দেশ্য বানাও। (ইবনে জরীর তাবারী)

www.BANGLAKITAB.com

সাহাবা (রাঃ)দের জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার আগ্রহ

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরে যাওয়ার এরাদা করিলেন তখন হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)ও তাঁহার সহিত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহার মামা হযরত আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার মায়ের খেদমতে থাক। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলিলেন, না, বরং আপনি আপনার বোনের খেদমতে থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইলে তিনি হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)কে তাহার মায়ের খেদমতে থাকার জন্য আদেশ করিলেন, আর হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (বদরের যুদ্ধে) গেলেন। যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর মায়ের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন। (হিলইয়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর জেহাদে যাওয়ার আগ্রহ

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তিন জিনিস না হইত তবে আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা করিতাম—আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলা, আল্লাহ তায়ালার সামনে সেজদায় মাটিতে আপন কপাল রাখা এবং এমন লোকদের সহিত বসা যাহারা ভাল ভাল কথা এমনভাবে বাছিয়া লয় যেমন ভাল ভাল খেজুর বাছিয়া লওয়া হয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,

তোমরা হজ্জ কর, কারণ ইহা এমন একটি নেক আমল আল্লাহ তায়ালা যাহার আদেশ করিয়াছেন, তবে জেহাদ উহা অপেক্ষা উত্তম। (কান্য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর জেহাদের আগ্রহ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বদর যুদ্ধের দিন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হইলে তিনি আমাকে ছোট মনে করিয়া গ্রহণ করিলেন না। সেই রাত্রের ন্যায় এরূপ কষ্টের রাত্র আমার জীবনে আসে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গ্রহণ না করাতে আমার ভারি দুঃখ হইয়াছে এবং আমি সারারাত্র বিনিদ্র অবস্থায় কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। পরবর্তী বৎসর পুনরায় আমাকে তাঁহার সামনে পেশ করা হইল। এইবার তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলাম। এক ব্যক্তি বলিল, হে আবু আব্দির রহমান, যেদিন উভয় সৈন্য সামনা সামনি হইয়াছিল (অর্থাৎ ওহুদের যুদ্ধের দিন) সেদিন কি আপনারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া। (মুন্তাখাবে কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর একটি ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে একটি সওয়ারী দিন, আমি জেহাদে যাইতে চাই। হযরত ওমর (রাঃ) অপর এক ব্যক্তিকে বলিলেন, এই লোকটির হাত ধরিয়া তাহাকে বাইতুল মালের ভিতর লইয়া যাও। সেখান হইতে যত ইচ্ছা লইয়া লইবে। সুতরাং সে ব্যক্তি বাইতুল মালের ভিতর যাইয়া দেখিল, সেখানে স্বর্ণরৌপ্য রাখা আছে। সে বলিল, ইহা কি? আমার এগুলির প্রয়োজন নাই, আমি তো পথখরচ ও সওয়ারী লইতে চাই। লোকেরা তাহাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট

www.BANGLAKITAB.com

ফিরাইয়া আনিল এবং সে যাহা বলিয়াছে তাহা আরজ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে পথ খরচ ও সওয়ারী দেওয়ার হুকুম দিলেন। (তাহাকে সওয়ারী দেওয়া হইল) হযরত ওমর (রাঃ) নিজ হাতে তাহার সেই সওয়ারীর উপর গদি বাঁধিয়া দিলেন। অতঃপর সে যখন সওয়ারীর উপর আরোহণ করিল তখন হাত উঠাইল এবং হযরত ওমর (রাঃ) যে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন ও তাহাকে দান করিলেন, এইজন্য সে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) এই আশায় তাহার পিছনে হাঁটিতে লাগিলেন যে, সে তাঁহার জন্যও দোয়া করিবে। সুতরাং সে হামদ ও সানা শেষ করিয়া বলিল, আয় আল্লাহ, আপনি ওমরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও পাহারা দেওয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আরতাহ ইবনে মুনযির (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একদিন তাহার মজলিসের লোকদেরকে বলিলেন, লোকদের মধ্যে সর্বাধিক আজর ও সওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি কে? লোকেরা নামায রোযা ইত্যাদির উল্লেখ করিতে লাগিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমীরুল মুমিনীনের পরে অমুক, অমুক (অধিক সওয়াবের অধিকারী)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যক্তির কথা বলিব, যে এই সমস্ত লোকদের অপেক্ষা অধিক সওয়াবের অধিকারী যাহাদের কথা তোমরা উল্লেখ করিয়াছ, এবং আমীরুল মুমিনীন অপেক্ষাও অধিক সওয়াবের অধিকারী? লোকেরা বলিল, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, সেই ছোট্ট একজন মানুষ, যে মুসলমানদের ইসলামী মারকায (মদীনা মুনাওয়ার)এর হেফাজতের উদ্দেশ্যে আপন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সিরিয়া অভিমুখে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে, (যাহাতে সিরিয়ান সৈন্যরা মদীনার উপর আক্রমণ করিতে না পারে) সে ইহাও জানে না যে, তাহাকে কি কোন হিংস্র জানোয়ার ছিঁড়িয়া খাইবে, বা

কোন বিষাক্ত পোকামাকড় দংশন করিবে, বা কোন শত্রু তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে। এই ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন ও সেই সকল লোক অপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াবের অধিকারী যাহাদের কথা তোমরা উল্লেখ করিয়াছ। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) যখন সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন যে, হযরত মুআয (রাঃ)এর সিরিয়া চলিয়া যাওয়াতে মদীনার লোকদের মাসলা–মাসায়েল ও ফতোয়ার ব্যাপারে অসুবিধা হইতেছে। কারণ তিনি মদীনার লোকদের ফতোয়ার কাজ করিতেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহমত বর্ষণ করুন—আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, হযরত মুআয (রাঃ)কে লোকদের (মাসলা–মাসায়েলের) প্রয়োজনে মদীনায় রাখুন। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না এবং বলিলেন, এক ব্যক্তি এই রাস্তায় যাইয়া শহীদ হইতে চায়, আমি তাহাকে বাধা দিতে পারি না। তখন আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে থাকিয়া শহরবাসীদের বড় বড় (দ্বীনী) কাজ করিতেছে, সে যদি আপন বিছানায়ও মারা যায় তবুও শহীদ হইবে।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে লোকদের ফতোয়া প্রদান করিতেন। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে প্রথম যুগের মুহাজিরীনদের অগ্রাধিকার দান

হযরত নওফাল ইবনে ওমারাহ (রাঃ) বলেন, হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) ও হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং তাহার নিকট বসিলেন। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

ওমর (রাঃ) তাহাদের উভয়ের মাঝে বসিয়াছিলেন। এমন সময় প্রথম যুগের মুহাজিরগণ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিতে লাগিলেন। (তাহাদের যে কেহ আসিতেন) হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, হে সুহাইল ঐদিকে সরিয়া যাও, হে হারেস, ঐদিকে সরিয়া যাও। এইভাবে হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজিরদিগকে নিকটে বসাইলেন, আর উক্ত দুইজনকে তাহাদের পিছনে সরাইয়া দিলেন।

অতঃপর আনসারগণ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিতে লাগিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উভয়কে আনসারদেরও পিছনে সরাইয়া দিলেন। এইভাবে তাহারা উভয়ে একেবারে সকলের পিছনে পৌঁছিয়া গেলেন। তারপর যখন তাহারা দুইজন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হইতে বাহিরে আসিলেন তখন হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি দেখ নাই আমাদের সহিত কি আচরণ করা হইল? হযরত সুহাইল (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)কে তিরস্কার করিতে পারি না, বরং আমরা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করা উচিত। তাহাদিগকে যখন (ইসলামের) দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে তখন তাহারা দ্রুত উহা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগকেও দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আমরা গ্রহণ করিতে দেরী করিয়াছি।

অতঃপর মুহাজির ও আনসারগণ যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাহারা উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আজ আপনি আমাদের সহিত যে আচরণ করিয়াছেন আমরা তাহা দেখিয়াছি, আর আমরা জানি, আজ আমাদের সহিত যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহা আমাদেরই ভুলের কারণে হইয়াছে। এমন কোন উপায় আছে কি, যাহা দ্বারা আমরা আগামীতে সেই সম্মান লাভ করিতে পারি যাহা আমরা হারাইয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, এরূপ কাজ তো এখন একটাই আছে, তোমরা এইদিকে চলিয়া যাও এবং হাত দ্বারা রোম

সীমান্তের দিকে ইশারা করিলেন। অতঃপর তাহারা উভয়ে সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই তাহাদের ইন্তেকাল হইল। (কানযুল উম্মাল)

কাওমের সর্দারদের প্রতি হযরত সুহাইল (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বারে কতিপয় লোক আসিলেন, যাহাদের মধ্যে হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ), হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ) ও কুরাইশের আরো অনেক বড় বড় সর্দারগণ (রাঃ) ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বাররক্ষক বাহিরে আসিয়া হযরত সুহাইব, হযরত বেলাল ও হযরত আম্মার (রাঃ)এর ন্যায় বদরী সাহাবীদেরকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিতে লাগিল। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত ওমর (রাঃ) নিজে বদরী ছিলেন এবং বদরী সাহাবীদেরকে অত্যন্ত মহব্বত করিতেন, তাহাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতেন এবং নিজের সঙ্গীদেরকেও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আজকের মত এরূপ কখনও দেখি নাই যে, এই দ্বাররক্ষক এই সমস্ত গোলামদেরকে অনুমতি দিতেছে, আর আমরা বসিয়া আছি। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) কতই না জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন! তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহর কসম, তোমাদের চেহারায় আমি অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করিতেছি। তোমাদের যদি অসন্তুষ্ট হইতেই হয় তবে নিজেদের উপর অসন্তুষ্ট হও। ইহাদেরকেও দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল এবং তোমাদেরকেও দওয়াত দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা দ্রুত দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছে, আর তোমরা দেরী করিয়াছ। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, (আমীরুল মুমিনীনের) এই দরজা যাহার জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করিতেছ তাহা হারানো অপেক্ষা তোমাদের জন্য অনেক বিরাট বিষয় হইল, সেই সম্মান হারানো যাহা ইহারা (ইসলাম গ্রহণে

www.BANGLAKITAB.com

অগ্রগামী হইয়া) অর্জন করিয়াছে। ইহারা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছে, যেমন তোমরা দেখিতেছ। আল্লাহর কসম, ইহারা তোমাদের উপর অগ্রগামী হইয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছে, তোমরা এখন উহা কিছুতেই লাভ করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা জেহাদে মনোনিবেশ কর এবং উহাতে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাক। হয়ত আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে জেহাদ ও শাহাদাতের মর্তবা নসীব করিবেন। অতঃপর হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) কাপড় ঝাড়িয়া উঠিয়া গেলেন এবং (জেহাদের উদ্দেশ্যে) সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সুহাইল (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম, যে বান্দা আল্লাহ তায়ালার দিকে চলিতে জলদি করে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমান করেন না যাহারা দেরী করে। (হাকেম)

হযরত সুহাইল (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া

হযরত আবু সা'দ ইবনে ফাযালাহ (রাঃ) একজন সাহাবী। তিনি বলেন, আমি ও হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) এক সঙ্গে সিরিয়ায় গিয়াছি। আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি, জীবনের এক মুহূর্ত আল্লাহর রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা নিজের পরিবারের নিকট থাকিয়া সারা জীবনের আমল অপেক্ষা অধিক উত্তম। হযরত সুহাইল (রাঃ) বলিলেন, আমি এখন হইতে ইসলামী দেশের সীমান্ত রক্ষায় মৃত্যু পর্যন্ত লাগিয়া থাকিব। আর মক্কায় ফিরিয়া যাইব না। সুতরাং তিনি সিরিয়ায়ই রহিয়া গেলেন এবং আমওয়াসের প্লেগ রোগে তাহার ইন্তেকাল হইল।

(ইবনে সা'দ)

হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ)এর জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া

হযরত আবু নওফাল ইবনে আবি আকরাব (রহঃ) বলেন, হযরত

হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে রওয়ানা হইতে লাগিলেন তখন সমস্ত মক্কাবাসী (তাহার এইভাবে চিরদিনের জন্য মক্কা হইতে বিদায় গ্রহণের কারণে) অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হইল। দুধের শিশু ব্যতীত ছোটবড় সকলেই তাহাকে বিদায় জানাইবার জন্য মক্কা শহর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তিনি যখন বাতহা নামক স্থানে উঁচু জায়গায় অথবা উহার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন তখন থামিয়া গেলেন এবং সমস্ত লোকজনও তাহার চারিপার্শ্বে ক্রন্দনরত অবস্থায় থামিয়া গেল। তিনি যখন লোকদের এই ব্যাকুলতা দেখিলেন তখন বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহর কসম, আমি এই জন্য চলিয়া যাইতেছি না যে, আমার নিকট তোমাদের প্রাণ অপেক্ষা নিজের প্রাণ অধিক প্রিয় অথবা আমি তোমাদের (মক্কা) শহরের পরিবর্তে অন্য কোন শহর পছন্দ করিয়াছি, বরং এইজন্য যাইতেছি যে, যখন (ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের) ডাক আসিয়াছিল, তখন এই ডাকে কুরাইশের এমন কিছু লোক অগ্রগামী হইয়াছিল---আল্লাহর কসম---যাহারা না কুরাইশের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে ছিল, আর না উচ্চ বংশীয়দের মধ্যে ছিল। (কারণ কুরাইশের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশের লোক তো আমরা ছিলাম।) এখন আমাদের অবস্থা এই হইল যে, আল্লাহর কসম, যদি আমরা মক্কার পাহাড়সমূহ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই তবুও আমরা তাহাদের একদিনের সওয়াবের পরিমাণও লাভ করিতে পারিব না। আল্লাহর কসম, যদিও তাহারা দুনিয়াতে আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছে, কিন্তু আমরা চাই যে, কমপক্ষে আখেরাতে তাহাদের সমান হইতে পারি। আমলকারীর জন্য (আপন আমলের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

অতঃপর তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং তাহার সফর সঙ্গীগণও তাহার সহিত গেলেন। সেখানে তিনি শহীদ হইলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রহমত নাযিল করুন। (ইস্তীআব)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর জেহাদের আগ্রহ

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বংশের আযাদকৃত গোলাম হযরত যেয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ (রাঃ) ইন্তেকালের সময় বলিয়াছেন, জমিনের বুকে সেই রাত্র অপেক্ষা আর কোন রাত্র আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়, যে রাত্রে প্রচণ্ড শীতের দরুন পানি জমিয়া যায়, এবং আমি সেই রাত্রে মুহাজিরদের এক জামাতের সহিত অবস্থান করি, আর পরদিন সকালে তাহাদেরকে লইয়া শত্রুর উপর আক্রমণ করি। অতএব তোমরা জেহাদ করিতে থাকিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, যে রাত্রে আমার ঘরে নতুন দুলহান আসে, যাহাকে আমি অত্যন্ত মহব্বতও করি অথবা যে রাত্রে আমাকে পুত্রসন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, এমন রাত্র অপেক্ষা আমার নিকট সেই রাত্র অধিক প্রিয় যাহাতে প্রচণ্ড শীতের দরুন পানি জমিয়া যায়, এবং আমি সেই রাত্রে মুহাজিরদের এক জামাতের সহিত অবস্থান করি, আর পরদিন সকালে শত্রুর উপর আক্রমণ করি। (মাজমা)

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের দরুন কোরআন শরীফ হইতে বেশী পড়িতে পারি নাই। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খালেদ (রাঃ) বলিয়াছেন, জেহাদে ব্যস্ততার দরুন আমি কোরআন শরীফ হইতে বেশী শিখিতে পারি নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু ওযায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি বলিলেন, আমার আকাঙ্খা ছিল যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইব। এই কারণে যে যে স্থানে শাহাদাতের সম্ভাবনা ছিল এমন সমস্ত স্থানে আমি উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু আমার জন্য বিছানায় মৃত্যুবরণই তকদীরে লেখা হইয়াছিল। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর পর আমার নিকট

সর্বাপেক্ষা আশাজনক আমল এই যে, আমি এক রাত্র এইভাবে কাটাইয়াছিলাম যে, সারারাত্র সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর আমি মাথার উপর ঢাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, পরদিন সকালবেলা আমরা কাফেরদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিলাম। অতঃপর বলিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার অস্ত্র ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য দিয়া দিও। ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার জানাযার নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ওলীদের বংশের মেয়েরা যদি জামার বুক না ছিঁড়ে, বিলাপ না করে তবে তাহাদের জন্য হযরত খালেদ (রাঃ)এর ইন্তেকালে অশ্রু বহাইতে কোন দোষ নাই।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইন্তেকাল মদীনায় হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতে তাহার ইন্তেকাল হিমস শহরে হইয়াছে। (এসাবাহ)

হযরত বেলাল (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার আগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ওমর ইবনে হাফস ও আম্মার ইবনে হাফস (রহঃ) তাহাদের পিতা হইতে ও তাহাদের পিতাগণ তাহাদের দাদা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, মুমিনীনদের সবচেয়ে উত্তম আমল হইল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। অতএব আমি এই এরাদা করিয়াছি যে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকিব। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে বেলাল, আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার, আমার ইজ্জতের ও আমার হকের দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে, এবং আমার শক্তিও কমিয়া গিয়াছে এবং আমার মৃত্যুর সময়ও নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। (এইজন্য তুমি যাইও না।) হযরত বেলাল (রাঃ) বিরত রহিলেন এবং

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত থাকিতে লাগিলেন। যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় উত্তর দিলেন। কিন্তু হযরত বেলাল (রাঃ) বিরত হইতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আযান দেওয়ার জন্য কাহাকে নির্ধারণ করিব? হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হযরত সা'দ (কুরয্) (রাঃ)কে। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোবাতে আযান দিয়াছেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)কে আযান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং এই ফয়সালা করিয়া দিলেন যে, তাহার পর তাহার বংশধরগণ আযান দিবে। (তাবারানী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁহার দাফন হওয়ার পূর্বে হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। তিনি যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলিলেন তখন মসজিদে সমস্ত লোক কাঁদিয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আযান দাও। তিনি বলিলেন, যদি আপনি আমাকে (গোলামী হইতে) এইজন্য মুক্ত থাকেন যে, আমি (সারাজীবন) আপনার সহিত থাকি তবে তো ঠিক আছে। (আপনার সহিত থাকিব এবং আপনার হুকুম অনুসারে আযান দিতে থাকিব।) আর যদি আপনি আমাকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করিয়া থাকেন তবে আপনি যাহার জন্য আমাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ছাড়িয়া দিন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তো শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমি আর কাহারো খাতিরে আযান দিতে চাই না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যাপারে তোমার অধিকার রহিয়াছে। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ)

মদীনায় থাকিতে লাগিলেন। যখন সিরিয়ার দিকে মুসলমানদের লশকর রওয়ানা হইতে লাগিল তখন হযরত বেলাল (রাঃ)ও তাহাদের সহিত চলিয়া গেলেন এবং সিরিয়ায় পৌঁছিয়া গেলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) জুমুআর দিন যখন মিম্বারের উপর বসিলেন তখন হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকর! হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, লাব্বায়েক (অর্থাৎ হাজির আছি)। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি আমাকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করিয়াছিলেন, না আপনার নিজের জন্য? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর জন্য। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার অনুমতি দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তিনি সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই তাহার ইন্তেকাল হইল।

(ইবনে সা'দ)

হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর জেহাদে না যাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে অসম্মতি

আবু ইয়াযীদ মক্কী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব ও হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিতেন, আমাদিগকে এই হুকুম করা হইয়াছে যে, আমরা যেন সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হই।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

উক্ত আয়াতের তাহারা উভয়ে এই ব্যাখ্যাই করিতেন। (হিলইয়াহ)

আবু রাশেদ হুবরানী (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাত করিলাম। তিনি হিমস শহরে এক মুদ্রা বিনিময়কারীর সিন্দুকের উপর বসিয়াছিলেন। ভারী শরীর হওয়ার দরুন তাহার শরীরের কিছু অংশ সিন্দুকের বাহিরে ছিল। (আর এই অবস্থায়ও)

www.BANGLAKITAB.com

তিনি আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার এরাদা করিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তো আপনাকে (এই কাজে) মা'জুর সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, সূরা বুহুসের আয়াত اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا আমাদের সর্বপ্রকার ওজরকে খতম করিয়া দিয়াছে।

জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেন, আমরা দামেশকে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি এমন একটি সিন্দুকের উপর বসিয়াছিলেন। (তাহার শরীর এরূপ মেদবহুল ও ভারী ছিল যে,) সিন্দুকের উপর একটু জায়গাও খালি ছিল না। এক ব্যক্তি বলিল, এই বৎসর আপনি জেহাদে না যান (বরং ঘরে থাকুন)। তিনি বলিলেন, সূরা বুহুস অর্থাৎ সূরা তওবা আমাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিতেছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

আমি তো আমাকে হালকাই দেখিতেছি। (অতএব আমাকে যাইতেই হইবে।) (বাইহাকী)

হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু তালহা (রাঃ) সূরা বারাআত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যখন আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন বলিলেন, আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, আমাদের রব আমাদিগকে বাহির হইতে বলিতেছেন, আমরা যুবক হই বা বৃদ্ধ হই। হে আমার ছেলেরা, (আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য) আমাকে প্রস্তুত করিয়া দাও। আমাকে প্রস্তুত করিয়া দাও। তাহার ছেলেরা তাহাকে বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ওফাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর

ওফাত পর্যন্ত তাহার সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। (আপনি আল্লাহর রাস্তায় বহুবার গিয়াছেন, এখন ঘরে থাকুন।) আমাদিগকে আপনার পক্ষ হইতে যাইতে দিন। তিনি বলিলেন, না, তোমরা আমাকে (জেহাদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত করিয়া দাও। সুতরাং তিনি জেহাদে সমুদ্র সফর করিলেন এবং সমুদ্রেই তাহার ইন্তেকাল হইল। সাতদিন পর তাহার সঙ্গীগণ একটি দ্বীপ পাইলেন এবং সেখানে তাহাকে দাফন করিলেন। (সাতদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার শরীরে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই (ইহা তাহার একটি কারামত ছিল।) (হস্তীআব)

হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)এর ঘটনা

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদরে শরীক হইয়াছেন। তারপর তিনি মুসলমানদের প্রত্যেক যুদ্ধে শরীক থাকিয়াছেন। শুধু এক বৎসর বাহিনীর আমীর এক যুবক নিযুক্ত হওয়াতে তিনি সেই বৎসর যান নাই। কিন্তু সেই বৎসরের পর সর্বদাই তিনি আফসোসের সহিত তিন বার করিয়া এই কথা বলিতেন যে, আমার আমীর কাহাকে বানানো হইল, ইহার সহিত আমার কি সম্পর্ক? (আমার উদ্দেশ্য তো মুসলমানদের সহিত আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া।) ইহার পর তিনি এক জেহাদে গেলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হইলেন। বাহিনীর আমীর ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া ছিলেন। তিনি তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তিনি বলিলেন, আমার প্রয়োজন এই যে, আমি যখন মারা যাইব তখন আমার লাশ কোন বাহনের উপর রাখিয়া যতদূর সম্ভব আমাকে দুশমনের এলাকার ভিতরে লইয়া যাইবে, যখন সামনে যাওয়ার আর কোন পথ থাকিবে না তখন সেখানে আমাকে দাফন করিয়া তোমরা ফিরিয়া চলিয়া আসিবে। সুতরাং তিনি যখন মারা গেলেন তখন ইয়াযীদ তাহার লাশকে একটি বাহনের উপর রাখিয়া দুশমনের এলাকার ভিতর

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া গেলেন এবং যখন আর সামনে যাওয়ার পথ পাওয়া গেল না তখন তাহাকে সেখানে দাফন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

অর্থাৎ তোমরা হালকা হও বা ভারী হও—সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হও। আমি তো আমাকে হালকা অথবা ভারী—এই দুইয়ের এক অবস্থায় পাইতেছি। (অতএব আমাকে বাহির হইতেই হইবে।) (হাকেম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর যুগে এক জেহাদে গেলেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। যখন অসুস্থতা বাড়িয়া গেল তখন নিজের সঙ্গীদেরকে বলিলেন, আমি যখন মারা যাইব তখন আমাকে সওয়ারীর উপর লইয়া চলিবে। যখন তোমরা দুশমনের মোকাবেলার জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে তখন আমাকে তোমাদের পদতলে দাফন করিবে। সুতরাং তাহার সঙ্গীগণ তাহাই করিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

আবু যিবইয়ান (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার সহিত এক যুদ্ধে গেলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন মারা যাইব তখন আমাকে দুশমনের জমিনে লইয়া যাইও। তোমরা যেখানে দুশমনের সহিত মোকাবিলা করিবে সেখানে আমাকে তোমাদের পদতলে দাফন করিয়া দিও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এইভাবে মৃত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে না সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বেদায়াহ)

হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ)এর ঘটনা

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তবুকের যুদ্ধে) রওয়ানা হইয়া যাওয়ার কয়েকদিন পর হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) নিজের ঘরে ফিরিলেন। সেদিন খুবই গরম পড়িতেছিল। তিনি দেখিলেন, তাহার দুই স্ত্রী তাহার বাগানে নিজ নিজ ছাপড়ার মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ছাপড়ায় পানি ছিটাইয়া (ঘরকে ঠাণ্ডা করিয়া) রাখিয়াছে। আর প্রত্যেকেই তাহার জন্য ঠাণ্ডা পানি ও খাবার তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বাগানে ঢুকিয়া ছাপড়ার দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীদের ও তাহাদের সাজানো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি বুলাইলেন। তারপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রৌদ্র, লু হাওয়া ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আছেন, আর আবু খাইসামাহ ঠাণ্ডা ছায়ায় তৈয়ারী খানা ও সুন্দরী স্ত্রী ও মালদৌলতের মধ্যে থাকিবে? ইহা কখনই ইনসাফের কথা নয়। তারপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কাহারো ছাপড়ায় প্রবেশ করিব না। আমি তো সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তোমরা উভয়ে আমার জন্য সফরের সামান প্রস্তুত করিয়া দাও।

তাহারা সবকিছু প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তিনি নিজের উটনীর নিকট আসিলেন এবং উহার পিঠে গদি বাঁধিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূক পৌছার পরপরই তিনি তাঁহার খেদমতে পৌছিয়া গেলেন। পথে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব জুমাহী (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে বাহির হইয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে একসাথে চলিতেছিলেন। তবূকের নিকটে পৌছিয়া হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)কে বলিলেন, আমার দ্বারা একটি অন্যায় হইয়া গিয়াছে, এইজন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটু আগে হাজির হইতে চাই। অতএব যদি তুমি আমার একটু পিছনে আস তবে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। (আমাকে একটু আগে যাইতে দাও।) হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) রাজী হইয়া গেলেন। হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) যখন নিকটে পৌঁছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূকে অবস্থান করিতেছিলেন। লোকেরা বলিল, এই যে, পথে একজন ঘোড়সওয়ার আসিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু খাইসামাহ যেন হয়। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, সত্যই তিনি আবু খাইসামাহ।

হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) উট বসাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে সালাম করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আবু খাইসামাহ! তোমার নাশ হউক। (অর্থাৎ তুমি ধ্বংসের নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছিলে।) অতঃপর হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) সমস্ত ঘটনা বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে প্রশংসামূলক কথা বলিলেন এবং তাহার জন্য নেক দোয়া করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সা'দ ইবনে খাইসামাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পিছনে রহিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারি নাই। একদিন বাগানে আসিয়া দেখি, ছাপড়ার মধ্যে পানি ছিটানো হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী সেখানে রহিয়াছে। আমি বলিলাম, ইহাতো ইনসাফ নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরম ও লু হাওয়ায় থাকিবেন, আর আমি ছায়ায় ও নেয়ামতের মধ্যে থাকিব। আমি উঠিয়া নিজের উটনীর নিকট গেলাম এবং উহার গদির পিছনে সফরের সামান বাঁধিলাম এবং পথের জন্য খেজুর লইলাম। আমার স্ত্রী উচ্চস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু খাইসামাহ, কোথায় যাইতেছেন? (আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা

রাখি।) অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। পথে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি সাহসী মানুষ, আর আমি জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন। আমি একজন অপরাধী, কাজেই তুমি একটু পিছনে থাক যাহাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিতে পারি। হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) পিছনে রহিলেন। আমি যখন লশকরের নিকটবর্তী হইলাম তখন লোকেরা আমাকে দেখিতে পাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু খাইসামাহ যেন হয়! আমি হাজির হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইয়াছিলাম। তারপর নিজের সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি আমার ব্যাপারে প্রশংসামূলক কথা বলিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন। (তাবারানী)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও খরচ করার সামর্থ্য না থাকায় সাহাবা (রাঃ)দের দুঃখিত হওয়া

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ইবনে ইয়ামীন (রাঃ)এর সহিত হযরত আবু লায়লা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। ইহারা দুইজন কাঁদিতেছিলেন। হযরত ইবনে ইয়ামীন (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা দুইজন কেন কাঁদিতেছেন? তাহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে (আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য) সওয়ারী চাহিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট কোন সওয়ারী পাই নাই যে, তিনি আমাদেরকে দিবেন। আর আমাদের নিকটও এমন কোন সম্বল নাই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতে পারি। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে ইয়ামীন (রাঃ) তাহাদিগকে নিজের উটনী দিয়া দিলেন এবং

www.BANGLAKITAB.com

সফরের জন্য কিছু খেজুর ও রসদ হিসাবে দিয়া দিলেন। তাহারা উভয়ে উহার উপর হাওদা বাঁধিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (আল্লাহর রাস্তায়) গেলেন।

হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

ইউনুস ইবনে বুকাইর (রহঃ) ইবনে ইসহাক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) (এরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইল না, অতএব তিনি) রাত্রে বাহির হইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে যতখানি সম্ভব নামায পড়িলেন। তারপর কাঁদিয়া উঠিলেন এবং আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি জেহাদে যাওয়ার হুকুম দিয়াছেন এবং উহার উৎসাহ দিয়াছেন, কিন্তু আপনি না আমাকে এই পরিমাণ সম্বল দিয়াছেন যে, আমি জেহাদে যাইতে পারি, আর না আপনার রাসূলকে কোন সওয়ারী দিয়াছেন, যাহা তিনি আমাকে (জেহাদে যাওয়ার জন্য) দিবেন। অতএব যে কোন মুসলমান আমার জান, মাল ও ইজ্জতের ব্যাপারে আমার উপর জুলুম করিয়াছে আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম এবং এই মাফ করার সওয়াব সমস্ত মুসলমানের জন্য সদকা করিয়া দিলাম।

অতঃপর তিনি সকালবেলা লোকদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গতরাত্রের সদকাকরনেওয়ালা কোথায়? কেহ দাঁড়াইল না। তিনি দ্বিতীয়বার বলিলেন, সদকা করনেওয়ালা কোথায়? দাঁড়াইয়া যাও। হযরত উলবাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া তাহাকে নিজের সমস্ত ঘটনা বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সুসংবাদ লও। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তোমার এই সদকা কবুল দানের মধ্যে লেখা হইয়াছে। (বিদায়াহ)

আবু আবস ইবনে জাব্‌র (রহঃ) বলেন, হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ

ইবনে হারেসাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সদকা করার উৎসাহ দিলেন তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে যাহা কিছু তাহার নিকট ছিল আনিতে লাগিল। হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমার নিকট সদকা করার মত কিছুই নাই। আয় আল্লাহ! আপনার মাখলুকের মধ্যে যে কেহ আমার ইজ্জত নষ্ট করিয়াছে আমি উহা সদকা করিতেছি (অর্থাৎ উহা মাফ করিয়া দিতেছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম দিলেন। সে এই ঘোষণা করিল যে, কোথায় সেই ব্যক্তি, যে গতরাত্রে নিজের ইজ্জত সদকা করিয়াছে? হযরত উলবাহ (রাঃ) দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার সদকা কবুল হইয়া গিয়াছে। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে দেরী করাকে অপছন্দ করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধের জন্য এক লশকর পাঠাইলেন যাহার আমীর হযরত যায়েদ (রাঃ)কে বানাইলেন এবং বলিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জা'ফর আমীর হইবে। যদি জা'ফর শহীদ হইয়া যায় তবে ইবনে রাওয়াহা আমীর হইবে (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) পিছনে রহিয়া গেলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায আদায় করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন পিছনে রহিয়া গেলে? তিনি আরজ করিলেন, আপনার সহিত জুমুআর নামায আদায় করার জন্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল কাটাইয়া দেওয়া দুনিয়া ও

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে উত্তম। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে এক লশকরের সহিত পাঠাইলেন। সেই লশকর জুমুআর দিন রওয়ানা হইল। হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) নিজের সঙ্গীদেরকে আগে পাঠাইয়া দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, আমি একটু পরে যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায পড়িয়া লশকরের সহিত মিলিত হইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া তাহাকে দেখিলেন। বলিলেন, তুকি কেন তোমার সঙ্গীদের সহিত সকালে গেলে না? তিনি আরজ করিলেন, আমার ইচ্ছা হইল যে, আপনার সহিত জুমুআর নামায পড়িয়া তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি জমিনের বুকে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ খরচ করিয়া দাও তবুও তাহাদের এক সকালের সওয়াব লাভ করিতে পারিবে না। (বিদায়াহ)

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদেরকে এক জেহাদে যাওয়ার জন্য হুকুম করিলেন। একজন তাহার পরিবারের লোকদেরকে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িয়া তারপর তাঁহাকে সালাম করিয়া, বিদায় জানাইয়া যাইব। হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এমন কোন দোয়া করিয়া দিবেন যাহা অগ্রে পৌঁছিয়া কেয়ামতের দিন কাজে আসিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন তখন সেই ব্যক্তি সালাম করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি জান কি তোমার সঙ্গীগণ তোমার কি পরিমাণ আগে চলিয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা আজ সকালে গিয়াছে। (অর্থাৎ অর্ধদিন পরিমাণ আমার আগে গিয়াছে।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তাহারা (আজর ও সওয়াবের দিক দিয়া) ফযীলত হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে পরিমাণ দূরত্ব তাহা অপেক্ষা অধিক তোমার আগে চলিয়া গিয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লশকরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি এখনই রাত্রে রওয়ানা হইয়া যাইব, না রাত্রে এখানে থাকিয়া সকালে রওয়ানা হইব? তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাওনা যে, এই রাত্র জান্নাতের বাগানের মধ্য হইতে এক বাগানে কাটাও? (বাইহাকী)

রওয়ানা হইতে দেরী করাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর অপছন্দ করা

আবু যুরআহ ইবনে আমর ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এক লশকর রওয়ানা করিলেন। উহাতে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)ও ছিলেন। সেই লশকর রওয়ানা হওয়ার পর তিনি হযরত মুআয (রাঃ)কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন থাকিয়া গেলে? তিনি বলিলেন, আমি এরাদা করিয়াছি যে, জুমুআর নামায পড়িয়া তারপর রওয়ানা হইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুন নাই যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উত্তম?

(কানযুল উম্মাল)

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর রাস্তা হইতে পিছনে থাকিয়া যাওয়া ও উহাতে অবহেলা করাতে অসন্তোষ প্রকাশ

হযরত কা'ব ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তবূকের যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সঙ্গে না যাইয়া) পিছনে থাকি নাই। অবশ্য বদরের যুদ্ধে পিছনে রহিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা কাহারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই। কেননা সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো শুধু আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার মোকাবেলা করার (ও তাহাদের মালামাল লইবার) উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। (যুদ্ধ করার মোটেও ইচ্ছা ছিল না।) কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সহিত তাহাদের দুশমনদের হঠাৎ করিয়া পূর্ব ইচ্ছা ছাড়াই মোকাবেলা করাইয়া দিলেন।

আমি আকাবার সেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উপস্থিত ছিলাম যে রাত্রে আমরা তাঁহার নিকট ইসলামের উপর চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আকাবার সেই রাত্রের উপস্থিতির বিনিময়ে বদরের যুদ্ধে শরীক হই। যদিও লোকদের মধ্যে আকাবার রাত্র অপেক্ষা বদরের দিন অধিক প্রসিদ্ধ। আমার (তবূকের যুদ্ধে শরীক না হওয়ার) ঘটনা এই যে, তবূকের যুদ্ধ হইতে পিছনে রহিয়া যাওয়ার সময় আমি যেরূপ শক্তিশালী ও সম্পদের অধিকারী ছিলাম ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে আমি এরূপ ছিলাম না। আল্লাহর কসম, তবূকের যুদ্ধের পূর্বে কখনও আমার মালিকানাধীন দুইটি উটনী আমার নিকট হয় নাই, কিন্তু এই যুদ্ধের সময় আমার নিকট দুইটি উটনী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, লড়াইয়ের জন্য যেদিকে যাওয়ার এরাদা হইত উহা প্রকাশ করিতেন না, বরং অন্যদিকের অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা

করিতেন, যেন লোকেরা সেইদিকে যাওয়ার এরাদা বুঝে। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় যেহেতু প্রচণ্ড গরম পড়িতেছিল এবং সফরও দূরের ছিল, রাস্তায় মরু ময়দান ছিল এবং শত্রু সংখ্যাও অনেক বেশী পরিমাণে ছিল সেহেতু তিনি মুসলমানদের জন্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে লোকজন এই সফরের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং যেদিকে যাওয়ার এরাদা ছিল সকলকে তাহা জানাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মুসলমানদের সংখ্যাও এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, তাহাদের সকলের নাম রেজিষ্টারভুক্ত করা কঠিন ছিল। (লোকজন অনেক বেশী হওয়ার কারণে) যদি কেহ গোপনে পিছনে থাকিয়া যাইতে চাহিত তবে সে এই ধারণা করিতে পারিত যে, যদি তাহার ব্যাপারে ওহী নাযিল না হয় তবে কেহ জানিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় এই যুদ্ধে গিয়াছেন যখন ফল পাকিতেছিল এবং ছায়ায় অবস্থান করা প্রত্যেকের নিকট প্রিয় ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সহিত মুসলমানরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। আমি সকালে বাহির হইতাম যাহাতে মুসলমানদের সহিত আমিও প্রস্তুতি গ্রহণ করি, কিন্তু যখন ফিরিতাম তখন কোন প্রস্তুতিই হইয়া উঠিত না। আমি মনে মনে ভাবিতাম যে, আমার সামর্থ্য ও সচ্ছলতা রহিয়াছে (যখন চাহিব প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িব)। এইভাবে আমার দেরী হইতে লাগিল। লোকেরা খুব জোরদারভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সহকারে রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমার তখনও কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল না। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি এক দুই দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া যাইব এবং বাহিনীর সহিত যাইয়া মিলিত হইব। সুতরাং বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর সকালবেলা আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম, কিন্তু কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে আবার

www.BANGLAKITAB.com